Zero-Sum
you win or you lose

INDIAN NATIONAL MOVEMENT

Bengali Version

ONE LINER STUDY MATERIAL FOR

WBCS PRELIMS 2019

Zero-Sum Online Academy Private Limited

Zero-Sum Online Academy Private Limited

WHO WE ARE:

We are a group of Young Enthusiasts, Entrepreneurs, Civil Servants, Experienced Teachers, Life Coaches, motivators who believe in encouraging you to become a great leader! We are constantly engaged to develop such a learning system where studies will be more engaging, scientific and useful. All of our online free and paid courses are sincerely and scientifically crafted in such a way that it will enable our followers to learn with fun, flexibility and feasibility.

WHY ZERO-SUM?

Because we believe encouraging and developing the leadership skill that is there in you. We believe making great leaders for our nation!

HOW WE DO IT?

By reinforcing the positive traits in personality, sharing success strategies, giving insights of the administration and making learning easy!

WHAT WE OFFER?

Online classes, video lecture series, podcasts, study material, mock test, motivation, seminars, conferences, mental toughness training, personality development course, exam strategies and so on...

Click the link below to visit

OUR OFFICIAL WEBSITE **OUR OFFICIAL CHANNEL** **OUR OFFICIAL PAGE**

আধুনিক ভারত

- আধুনিক ভারত আধুনিক ভারতের ইতিহাস শুরু হয় ইংরেজ সহ বাকি ইউরোপিয়ান দেশ গুলির সাম্রাজ্য বিস্তার যুগের শুরু থেকে ।
- প্রধানত বাংলাকে কেন্দ্রকরে আধুনিক ভারতের ইতিহাস প্রথামার্ধ শেষ হয় ।
- দ্বিতীয়ার্ধ বা শেষার্ধ শুরু হয় ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ,যখন গান্ধীজী ভারতে ফিরে আসেন । তখন থেকেই আধুনিক ভারতের ইতিহাস সর্বভারতীয় রুপ পায়
- আধুনিক ভারতের ইতিহাস শেষ হয় ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ।যখন ভারত গণ প্রজাতান্ত্রিক দেশ রুপে আত্মপ্রকাশ করে ।

- ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করে ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত কালিকট বন্দরে আসলে ইউরোপ থেকে ভারতে আসার নতুন এক জলপথের সন্ধান মেলে । এই পথ দিয়েই পর্তুগীজ , ওলন্দাজ , ইংরাজ , ফরাসী,দিনেমার প্রভৃতি ইউরোপীয় বণিকরা ভারতে একের পর এক এসে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের পত্তন করে।

Zero-Sum
you win or you lose

ইউরোপিয় বাণিজ্যদলের আগমন

পর্তুগীজ

- ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামার পর আসেন আর এক পর্তুগীজ নাবিক ক্যাব্রাল ।তিনি কালিকটের রাজা জামোরিণের কাছে সেখানে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণের অনুমতি পান ।
- ১৫০২ খ্রিস্টাব্দে আলমেদিয়াকে পর্তুগীজরা বাণিজ্যকেন্দ্র গুলির শাসন কর্তা নিযুক্ত করেন ।
- এর পর আলফানসো আলবুকার্ক শাসন কর্তা নিযুক্ত হলে পর্তুগিজরা যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠে।
- তাঁর লক্ষ্য ছিল ভারতে পর্তুগীজ সাম্রাজ্য স্থাপন করা ।তাঁর সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে নীল জলনীতি(Blue Water Policy) বলা হয় ।
- ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে আলবুকার্ক বিজাপুরের সুলতানের কাছে থেকে জোর করে গোয়া দখল করে নেন ।তখন দিল্লির সুলতান ছিল সিকন্দর লোদি ।

- **আলবুকার্ক সতী প্রথা প্রথম বিলুপ্ত করেন ।**
- **পর্তুগীজরা বাংলার হুগলিতেও বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করে। সেখান থেকে পরে শাহাজাহান দ্বারা বিতাড়িত হয় ।**
- **পর্তুগীজরা প্রথম ভারতে আলু ,তামাক ,প্রিন্টিং প্রেস নিয়ে আসেন ।**

ওলন্দাজ

- **পর্তুগীজদের পর ভারতে আসেন ওলন্দাজরা (হল্যান্ড)**
- **ওলন্দাজরা ১৬০২ খ্রিস্টাব্দে ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী গঠন করে ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করেন ।**
- **ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বিশ্বের প্রথম কোম্পানী যারা বন্ড ও শেয়ার ছাড়েন সাধারন জনগণদের জন্য**
- **পুলিকট তাদের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল ।**
- **এছাড়াও চুঁচুড়া, কাশিমবাজার , সুরাট ,পাটনাতে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করেন ।**

ইংরেজ

- ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর লন্ডনের 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' রানি এলিজাবেথ-এর কাছ থেকে পনেরো বছরের জন্য প্রাচ্যদেশে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার পায়।
- ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে তারা সুরাটে একটি বাণিজ্যকুঠি স্থাপনে উদ্যোগী হয়। এই উদ্দেশ্যে ক্যাপ্টেন হকিন্স ইংল্যান্ড-রাজ প্রথম জেমস-এর সুপারিশপত্র নিয়ে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সঙ্গে আগ্রায় সাক্ষাৎ করেন (১৬০৮ খ্রিঃ)।
- ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দে সুরাটে ইংরেজদের প্রথম বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হয়।
- ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে স্যার টমাস রো ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমসের দূত হিসাবে জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন এবং ভারতের অন্যান্য জায়গায় বাণিজ্য করার অনুমতি পান ।
- ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ ভারতের মসুলিপট্টনে ,১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব ভারতের বালেশ্বরে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করেন
- ১৬৬১ খ্রিস্টব্দে পর্তুগীজ রাজকন্যার সঙ্গে ইংল্যান্ড-রাজ দ্বিতীয় চার্লসের বিবাহ হলে যৌতুক হিসেবে দ্বিতীয় চার্লস বোম্বাই (মুম্বাই) শহরটি লাভ করেন। তিনি শহরটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বিক্রি করে দেন।

- ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে,আগস্ট মাসে জব চার্নক সুতানুটি গ্রামে একটি কুঠি নির্মাণ করেন। সুতানুটি ,কলিকাতা ও গোবিন্দপুর তিনটি গ্রাম নিয়ে জব চার্নক কলকাতা শহরের পত্তন করেন ।
- ১৬৯১ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় শাসনকর্তা ইব্রাহিম খাঁ বার্ষিক ৩০০০ টাকার বিনিময়ে কোম্পানিকে বাংলাদেশের বাণিজ্যের অধিকার দান করেন।
- ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে মোগল কর্তৃপক্ষের সম্মতিক্রমে ইংরেজরা তাদের কুঠিতে দুর্গ নির্মাণের অধিকার পায়।
- ইংল্যান্ডের তৎকালীন রাজা তৃতীয় উইলিয়ামের নাম অনুসারে দুর্গের নাম হয় ফোর্ট উইলিয়াম।
- এতদিন বাংলায় কুঠিগুলি মাদ্রাজের ফোর্ট সেন্ট জর্জের অধীনস্থ ছিল।
- ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে বাংলা প্রেসিডেন্সি-র মর্যাদা লাভ করে।
- মাদ্রাজ ও বোম্বাই আগেই প্রেসিডেন্সি-র মর্যাদা লাভ করেছিল।

ফরাসি

- **১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে ফরাসিরা সুরাটে তাদের প্রথম এবং ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে মসুলিপট্টমে দ্বিতীয় কুঠি নির্মাণ করে ।**
- ১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দে তাদের প্রধান কেন্দ্র পন্ডিচেরিতে কুঠি নির্মান করে ।
- **১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলার শাসন কর্তা শায়েস্তা খাঁ তাদের চন্দননগরে কুঠি নির্মাণের অনুমতি দেন ।**

Zero-Sum
you win or you lose

Want to join Civil Service?
Join the #FightBack Club at Zero-Sum!

ইংরেজ -ফরাসি দ্বন্দ

- **প্রথম ইঙ্গ-ফরাসি যুদ্ধ/কর্ণাটকের প্রথম যুদ্ধ (১৭৪৬-১৭৪৮ খ্রি.):** ১৭৪০ খ্রি. ইউরোপে অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ শুরু হলে ফরাসি ও ইংরেজরা ভারতেও যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। দুপ্লে কর্ণাটক রাজ্যে ইংরেজদের বাণিজ্যকেন্দ্র মাদ্রাজ দখল করলে প্রকৃতঅর্থে যুদ্ধের সূচনা ঘটে।
- **দ্বিতীয় ইঙ্গ-ফরাসি যুদ্ধ/কর্ণাটকের দ্বিতীয় যুদ্ধ(১৭৪৯-১৭৫৪ খ্রি.):** এই যুদ্ধে ফরাসিরা ব্যর্থ হলে ১৭৫৪ খ্রি. দুপ্লে পদচ্যুত হয়ে ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৭৫৫ খ্রি. দাক্ষিণাত্যে ইংরেজ ও ফরাসিদের মধ্যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- **তৃতীয় ইঙ্গ-ফরাসি যুদ্ধ(১৭৫৬-৬৩ খ্রি.):** ১৭৫৭ খ্রি. ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ (১৭৫৬-৬৩ খ্রি.) শুরু হলে ভারতে তৃতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধের সূচনা হয়।
- ১৭৫৭ খ্রি. ইংরেজরা ফরাসি অধিকৃত চন্দননগর এবং **১৭৬১** খ্রি. পন্ডিচেরি দখল করে।
- ১৭৬০ খ্রি. বন্দীবাসের যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি স্যার আয়ারকূট ফরাসি সেনাপতি কাউন্ট লালিকে পরাজিত করেন।

বাংলায় ইংরেজ কোম্পানির বাণিজ্য ও রাজনৈতিক ক্ষমতার বিস্তার

- ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দ (কলকাতা নগরীর পত্তন)থেকে ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত (বক্সারের যুদ্ধ পর্যন্ত) বাংলা ছিল মুর্শিদকুলি খাঁ ও তাঁর বংশধরদের হাতে ।
- **বক্সারের যুদ্ধের পর বাংলার নিয়ন্ত্রন পুরোপুরি চলে যায় ইংরেজদের হাতে ।**
- তারপর থেকেই বাংলা থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিভিন্ন গভর্নর জেনারেল বাংলা থেকে ভারতের অন্যান্য অংশে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে থাকে এবং বিভিন্ন পশ্চিম দেশীয় আইন-কানুন প্রবর্তন করতে থাকে ।
- **১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারত শাসনের ক্ষমতা সরাসরি ইংল্যান্ড পার্লামেন্টের হাতে চলে যায় এবং তা শেষ হয় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি দিয়েই** ।

বাংলার নাবাবী আমল (১৬৯০-১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দ)

- ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির এজেন্ট জব চার্নক সুতানুটি গ্রামে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করেন। এবং কলকাতা মহানগরীর পত্তন করেন ।
- সম্রাট ঔরঙ্গজেবের নির্দেশে বাংলার শাসনকর্তা ইব্রাহিম খান ১৬৯১ খ্রিস্টাব্দে এক ফরমান জারি করে বার্ষিক তিন হাজার টাকার বিনিময়ে কোম্পানিকে বাংলাদেশে বিনাশুল্কে বাণিজ্যের অধিকার দেন।
- ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি দুর্গ নির্মাণের অধিকার পায় এবং ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে-রাজ তৃতীয় উইলিয়ামের নাম অনুসারে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৬৯৮ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি সুতানুটি, কলকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রামের জমিদার-স্বত্ব অর্জন করে।
- ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে ঔরঙ্গজেব মুর্শিদকুলি খাঁকে বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত করেন ।
- **১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁ মুর্শিদাবাদ শহরটির পত্তন করেন এবং ঢাকা থেকে বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসেন ।**
- ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ 'নায়েব-সুবাদার' থাকাকালে তিনি ইংরেজদের বিনাশুল্কে বাণিজ্যের অধিকার নিষিদ্ধ করেন এবং অন্যান্য বণিকদের সঙ্গে সমান হারে শুল্ক প্রদানের নির্দেশ দেন।
- **সারম্যানের দৌত্য**:এর প্রতিবাদে ১৭১৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষ থেকে জন সারম্যান-এর নেতৃত্বে তৎকালীন মোগল সম্রাট ফারুখশিয়র-এর কাছে এক দৌত্য প্রেরিত হয়। এই দৌত্য সারম্যানের দৌত্য নামে পরিচিত।
- **ফারুখশিয়রের ফরমান** : ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে ফারুখশিয়র ইংরেজ কোম্পানির অনুকূলে এক ফরমান জারি করেন। এই ফরমান ফারুখশিয়রের ফরমান নামে পরিচিত,
- এই ফরমান অনুসারে কোম্পানি বার্ষিক ৩ হাজার টাকার বিনিময়ে বাংলাদেশে বিনাশুল্কে বাণিজ্যের অধিকার পায়,
- **ফারুখশিয়ারের ফরমানকে কোম্পানির ম্যাগনাকার্টা বা মহাসনদ বলে হয়ে থাকে।**
- মুর্শিদকুলি খাঁর প্রকৃত নাম ছিল মহম্মদ হাদি । উনি দাক্ষিণাত্যে দরিদ্র এক হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ।পারস্যের বণিক ইসফাহান তাকে ক্রয় করে ইসলাম ধর্মে স্থানান্তরিত করেন এবং নাম পরিবর্তন করে মুহাম্মদ হাদী বা মির্জা হাদী রাখেন।

Zero-Sum is an Edu-Tech start up operating from a remote countryside and connecting millions to help them achieve their dreams

সিরাজউদ্দৌলা

- **১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যুর পর সুজাউদ্দিন ও আলিবর্দী খাঁ বাংলার নবাব হন ।**
- নবাব আলিবর্দি খাঁর কোন পুত্র সন্তান না থাকায় তিনি তাঁর কন্যা আমিনা বেগমের পুত্র ২৩ বছরের সিরাজউদ্দৌলা কে উত্তারাধিকারী মনোনীত করা যান ।
- **১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে সিরাজউদ্দৌলা মুর্শিদাবাদের মসনদে বসেন** । এতে সিরাজের আত্মীয়রা খুশি হতে পারেননি । আলিবর্দির জ্যেষ্ঠ্য কন্যা ঘসেটি বেগম ও মধ্যম কন্যার পুত্র সৌকত জঙ্গ সিরাজের বিরোধিতা করতে থাকেন ।
- বিনাশুল্কে বাণিজ্যের অধিকার নিয়ে সিরাজের সাথে কোম্পানির বিরোধ বাঁধে।
- উদ্ধত ইংরেজদের সমুচিত শাস্তি দেওয়ার উদ্দ্যেশ্য প্রথমেই তিনি তাঁদের কাশিমবাজার কুঠি দখল করেন (৪ঠা জুন) এবং পরদিন কলকাতা অভিমুখে অগ্রসর হন।
- ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে ২০শে জুন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ-সহ কলকাতা নবাবের হস্তগত হয়।
- **অন্ধকূপ হত্যা (১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ):** এই সময় ২০শে জুন রাত্রিতে নবাবের হাতে বন্দী ১৪৬ জন ইংরেজ সৈন্যকে তাঁর আদেশে ১৮ ফুট লম্বা ও ১৪ ফুট ১০ ইঞ্চিন চওড়া একটি ক্ষুদ্র কক্ষে আটকে রাখা হয়। পরদিন সকালে দেখা যায় যে, ১২৩ জন সৈন্য মারা গেছে। এই ঘটনা 'অন্ধকূপ হত্যা' (Black Hole Tragedy) নামে পরিচিত।
- বলা হয়ে থাকে এই ঘটনা হলওয়েল নামক জনৈক পদস্থ ইংরেজ কর্মচারীর কল্পনাপ্রসূত।
- ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা দখলের পর নবাব আলিবর্দির নাম অনুসারে তিনি কলকাতার নাম রাখেন 'আলিনগর' এবং মানিকচাঁদকে কলকাতার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে মুর্শিদাবাদে ফিরে আসেন।

- কাশিমবাজার ও কলকাতার পতনের সংবাদ মাদ্রাজে পৌঁছালে কর্নেল ক্লাইভ ও অ্যাডমিরাল ওয়াটসন-এর নেতৃত্বে একটি নৌবহর কলকাতা পুনরুদ্ধারের জন্য যাত্রা করে এবং অতি সহজেই-একরকম বিনা বাধায় কলকাতা তাদের হস্তগত হয় (২রা জানুয়ারি, ১৭৫৭ খ্রিঃ)।
- **আলিনগরের সন্ধি:** আফগানিস্তানের শাসক আহম্মদ শাহ আবদালি বাংলা আক্রমণ করতে পারে এই আশঙ্কায় সিরাজ ইংরেজদের সঙ্গে আলিনগরের সন্ধি স্বাক্ষরিত করেন (৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৫৭ খ্রিঃ)। সন্ধির শর্তানুসারে ইংরেজরা বাংলায় বিনাশুল্কে বাণিজ্য, দুর্গ নির্মাণ ও নিজ নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলনের অধিকার পায়।
- দাক্ষিণাত্যে কর্ণাটকের তৃতীয় যুদ্ধ চলাকালীন নবাবের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে ক্লাইভ ফরাসি ঘাঁটি চন্দননগর দখল করেন (২৩শে মার্চ, ১৭৫৭ খ্রিঃ)।

- ফরাসিদের বন্ধু সিরাজ তাঁদের মুর্শিদাবাদে আশ্রয় দেয় । ফলে ইংরেজদের সাথে নবাবের আবার বিরোধ বাঁধে।
- **পলাশির যুদ্ধ:** ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে জুন মুর্শিদাবাদের ২৩ মাইল দূরে পলাশির প্রান্তরে দু'পক্ষে যুদ্ধ হয়।
- বীর সেনাপতি মিরমদন ও মোহনলাল যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেন।
- মিরজাফরের চরম বিশ্বাসঘাতকায় নবাব বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।সিরাজ পলায়ন করেন, কিন্তু শেষ প্রর্যন্ত তাঁকে বন্দী করে মুর্শিদাবাদে আনা হয় এবং মিরজাফরের পুত্র মিরনের আদেশে তিনি নিহত হন (২রা জুলাই, ১৭৫৭ খ্রিঃ)।
- **সিরাজের বিরুদ্ধে যারা ছিলেন তারা হলেন সিরাজের মাসি ঘসেটি বেগম ,সৌকত জঙ , জগৎ শেঠ , রাজবল্লভ , রায়দুর্লভ , উমিচাঁদ, মিরজাফর, ইয়ার লতিফ প্রমুখ ।**

মিরজাফর (১৭৫৭-১৭৬০ খ্রিঃ)

- পলাশির যুদ্ধের পর ইংরেজ কোম্পানি, ক্লাইভ ও কোম্পানির অন্যান্য পদস্থ কর্মচারীদের প্রচুর অর্থ উপঢৌকর মিরজাফর সিংহাসনে বসেন।
- ইংরেজ বাণিকদের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য মিরজাফার ওলন্দাজদের সঙ্গে এক ষড়যেন্ত্র লিপ্ত হন।
- এই সংবাদ পেয়ে ক্লাইভ বিদারার যুদ্ধে (১৭৫৯ খ্রিঃ) ওলন্দজদের পরাজিত করেন। পরের বছর ক্লাইভ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে ভ্যান্সিটার্ট কলকাতার গভর্নর নিযুক্ত হন।

zero-sum
you win or you lose

- **১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব:**ওলন্দাজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ ভ্যান্সিটার্ট মিরজাফরকে ক্ষমতাচ্যুত করে তাঁর জামাতা মিরকাশিমকে বাংলার মসনদে বসান (অক্টোবর, ১৭৬০ খ্রিঃ)। এইভাবে বিনা রক্তপাতে একজন নবাবকে বিতাড়িত করে অপর একজনকে নবাবের সিংহাসনে বসানো হল। এই ঘটনা '১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব' নামে পরিচিত।

নবাব মিরকাশিম(১৭৬০-১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দ)

- স্বাধীনচেতা নবাব মিরকাশিম ইংরেজদের হাতের পুতুল হয়ে থাকতে রাজি ছিলেন না।
- ইংরেজদের প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করার উদ্দেশ্যে তিনি মুর্শিদাবাদ থেকে বিহারের মুঙ্গেরে তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

- শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করার উদ্দেশ্যে সমরু ও মার্কার নামে দু'জন ইউরোপীয় সেনাপতির সাহায্যে তিনি ইউরোপীয় প্রথায় সেনাবাহিনীকে শিক্ষিত করে তুলতে থাকেন।
- ইংরেজ সেনাপতি মেজর অ্যাডামস মিরকাশিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। কাটোয়া, গিরিয়া ও উদয়নালার যুদ্ধ-তে পর পর পরাজিত হয়ে মিরকাশিম অযোধ্যায় পলায়ন করেন।

- **বক্সারের যুদ্ধ (১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দ):** অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও দিল্লির বাদশা শাহ আলম II-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে সম্মিতিতভাবে মিরকাশিম ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দের ২২শে অক্টোবর বক্সারের যুদ্ধে এই সম্মিলিত বাহিনী ইংরেজদের কাছে পরাজিত হয়।
- মিরকাশিমের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি তাঁকে পদচ্যুত করে মিরজাফর (১৭৬৩-১৭৬৫ খ্রিঃ)-কে পুনরায় সিংহাসনে বসায়।

কোম্পানির শাসনকাল

- **কোম্পানির দেওয়ানি লাভ: ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় দ্বিতীয়বার লর্ড ক্লাইভ গভর্নর নিযুক্ত হন । তিনি মোগল বাদশা দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানি অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের ভার লাভ করেন** ।

Zero-Sum
you win or you lose

- **দ্বৈত শাসন (১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ)**
- **১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে মিরজাফরের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র নজমউদৌল্লা সিংহাসনে বসেন ।**
- **দেওয়ানি লাভের পর বাংলায় কোম্পানি ও নবাব নজমউদৌল্লা কে কেন্দ্র করে এক অদ্ভূত শাসন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে ।**
- **রাজস্ব আদায় ও সামরিক ক্ষমতা কোম্পানির অধিকারে থাকে অন্যদিকে রাজ্যের শাসন শৃঙ্খলা রক্ষা ও বিচারের দায়িত্ব থাকে নবাবের হাতে । এই ভাবে রবার্ট ক্লাইভ বাংলায় দ্বৈত্ব শাসন চালু হয় ।**
- ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস 'দ্বৈত শাসনব্যবস্থা' রদ করেন এবং কোম্পানি প্রত্যক্ষভাবে দেওয়ানির কার্যভার গ্রহণ করেন।
- **ছিয়াত্তরের মন্বন্তর:** দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার কুফলে এ সময়ে বাংলার বুকে দেখা দেয় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর-এর বিভীষিকা (বাংলা ১১৭৬ সন এবং ইংরেজ ১৭৭০ খ্রিঃ)। মানুষের ইতিহাসে এমন লোকক্ষয়কারী দুর্ভিক্ষের কথা আর কখনও শোনা যায় নি।

বাংলার গভর্নর জেনারেল

- ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে বাংলার গর্ভনর ওয়ারেন হেস্টিংস দ্বৈত শাসনের বিলোপ ঘটান।
- দ্বৈত্ব শাসনের বিলুপ্তির পর ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারতে কোম্পানির কর্তৃত্বের উপর কিছু নিয়ন্ত্রন করার উদ্দেশ্যে ও ভারতে কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যাবস্থা গড়ে তোলার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয় ।
- Regulating Act of 1773: ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকালে (১৭৭২-১৭৮৫ খ্রিঃ) ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী লর্ড নর্থ-এর উদ্যোগে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট 'রেগুলেটিং অ্যাক্ট' (নিয়ন্ত্রণ আইন) নামে এক আইন পাস করে।
- **এই এক্টের বলে গভর্নর পদটি তুলে দিয়ে গভর্নর জেনারেল পদের সৃষ্টি হয় ।**
- প্রশাসনের দায়িত্ব একজন গভর্নর জেনারেল ও চারজন সদস্যবিশিষ্ট একটি শাসন পরিষদ (Council)-এর উপর ন্যস্ত হয়।

Note

- বাংলার প্রথম গভর্নর জেনারেল হন ওয়ারেন হেস্টিংস
- বাংলার প্রথম গভর্নর - লর্ড ক্লাইভ
- বাংলার প্রথম গভর্নর জেনারেল-ওয়ারেন হেস্টিংস
- ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল -লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিক ।
- ভারতের শেষ গভর্নর জেনারেল - লর্ড ক্যানিং ।

Zero-Sum
you win or you lose

Be a Premium Member with Zero-Sum
and enjoy support till Success!

ওয়ারেন হেস্টিংস(১৭৭২-১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দ)

- **রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে হেস্টিংস ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে পাঁচসালা বন্দোবস্ত ও ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে একসালা বন্দোবস্ত চালু করেন** ।
- ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকালেই বাংলাদেশে প্রথম সুসংহত বিচার ব্যবস্থার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়
- ওয়ারেন হেস্টিংস-ই প্রথম এদেশে পুলিশি ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।
- মুর্শিদাবাদের পরিবর্তে কলকাতা সদর কার্যালয়ে পরিনত হয় । কোষাগার মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত হয় ।
- **সুপ্রিম কোর্টের প্রতিষ্ঠা: ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় সুপ্রিম কোর্টের প্রতিষ্ঠা হয় । ইলিজা ইম্পে সুপ্রিম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন** ।
- **১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে রাণীগঞ্জের কয়লা খনি থেকে প্রথম কয়লা উত্তোলন করা হতে থাকে** ।
- **মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসি : ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে হেস্টিংসের চক্রান্তে মহারাজ নন্দকুমারকে ফাঁসি দেওয়া হয় ।পরে ইংল্যান্ডে হেস্টিংসকে ইম্পিচম্যান্ট করা হয় ।**
- **১৭৮০ হিকি'স গেজেট** -১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল গেজেট নামে ভারতে প্রথম সংবাদপত্রের প্রচলন করেন জেমস অগাস্টাস হিকি নামক একজন ইংরেজ ভদ্রলোক । ইংরেজি ভাষায় লিখিত এই সংবাদ পত্র ছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা ।
- **১৭৮১ সালে কলকাতা মাদ্রাশা স্থাপিত হয় ।**
- **'পিটের ভারত শাসন আইন**(Pitt's India Act 1784)-Regulating Act of 1773-আইনের ত্রুটি গুলি কাটিয়ে ওটার উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডের **প্রধানমন্ত্রী পিট (Younger Pitt) ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে** একটি নতুন আইন প্রবর্তন করেন। এই আইন **'পিটের ভারত শাসন আইন** (Pitt's India Act 1784)' নামে সুপরিচিত।
- **এশিয়াটিক সোসাইটি: ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে স্যার উইলিয়াম জোনস** প্রাচ্যের ইতিহাস ও সাহিত্য চর্চার জন্য কলকাতায় এশিয়াটিক সোসসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন ।

লর্ড কর্ণওয়ালিস

- **লর্ড কর্ণওয়ালিস ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন।**
- লর্ড কর্ণওয়ালিস ছিলেন জমিদার বংশের সন্তান। বেশ কিছু অনুসন্ধান ও আলোচনার পর তিনি ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারি জমিদারদের সঙ্গে দশ বছরের জন্য জমির বন্দোবস্ত করেন। এই ব্যবস্থা 'দশসালা বন্দোবস্ত' নামে পরিচিত।
- **চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত** (Permanent Settlement): ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ ২২শে মার্চ দশসালা বন্দোবস্তকে লর্ড কর্ণওয়ালিস 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'-তে পরিণত করেন। বাংলা বিহার ও উড়িষ্যায় এই বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয় ।
- **তিনি সুর্যাস্তের আইন নামক আর এক ব্যবস্থাও চালু করেন** ।

- **কর্নওয়ালিস কোড : ১৭৯৩ সালে ভারতের লর্ড কর্নওয়ালিস ৪৮টি রেগুলেশন বা আইন জারি করেন। উক্ত রেগুলেশন সাধারণভাবে কর্নওয়ালিস কোড নামে পরিচিত।**

- **কর্ণোয়ালিস প্রথম ভারতে সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন ।এজন্য তাঁকে সিভিল সার্ভিসের জনক**(Father of Civil Services) **বলা হয়ে থাকে ।**
- জোনাথন **ডানকান-এর চেষ্টায় বারাণসীতে সংস্কৃত কলেজ (১৭৯২ খ্রিঃ) স্থাপিত হয়।**

zero-sum
you win or you lose

লর্ড ওয়েলেসলি (১৭৯৮-১৮০৫)

- **অধীনতামুলক মিত্রতা নীতি**(Subsidiary Alliance): লর্ড ওয়েলেসলি কোম্পানির সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে **১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে অধীনতামুলক মিত্রতা নীতি নামে** এক সাম্রাজ্যবাদী নীতি প্রবর্তন করেন **।হায়দ্রাবাদের নিজাম সর্বপ্রথম এই দাসত্বের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন** ।
- **১৮০০ খ্রিস্টাব্দে তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করেন ।**
- ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে মার্শম্যান, ওয়ার্ড ও উইলিয়াম কেরি শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠিত করেন। এঁরা 'শ্রীরামপুর এয়ী' নামে পরিচিত ছিলেন।
- **লর্ড ওয়েলেসলি নিজেকে বাংলার বাঘ বলে পরিচয় দিত ।**

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ : সমাজ সংস্কারের যুগ

- **১৮০০** খ্রিস্টাব্দ **থেকে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ** পর্যন্ত ভারতের অভ্যন্তরে মূলত সামাজিক সংস্কারের আন্দোলন বেশি দেখা যায় ।এই সময় বাংলায় রামমোহন রায় ,ডিরোজিও , বিদ্যাসাগর , কেশব চন্দ্র সেন ,দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলার বাইরে দয়ানন্দ সরস্বতী , জ্যোতিবা ফুলে দের মত বিশিষ্টদের আগমন ঘটে ।তাঁরা বিভিন্ন সভা সমিতি আন্দোলন করে বিভিন্ন সমাজ সংস্কার আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন ।
- **১৮৫০ এর পর ভারতে আধুনিক শিল্পের ছোঁয়া লাগতে শুরু** করে ।রেলপথ ,টেলিগ্রাফ আসার পলে যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্রুত হয় । ভারতীয় দের মধ্যে পারস্পরিক যোগা যোগ বাড়ে।সাথে আধুনিক শিক্ষা ও বর্হিজগতে মেশার ফলে জাতীয়তাবাদ বৃদ্ধি পায় । **এবং ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে কংগ্রেস গঠিত হলে স্বাধীনতা আন্দোলনের দাবি জোরালো ও সংগঠিত হতে থাকে ।**

- **চার্টার এক্ট ১৮১৩:** ভারতে **কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়** এবং অন্যান্য ইউরোপিয় দের কাছে ভারতের বাণিজ্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় ।
- **খ্রিস্টান মিশিনারিশদের ধর্ম প্রচারে অনুমতি দেওয়া হয় ।**

- ১৮১৫ খ্রিস্টব্দে রামমোহন রায় নিজ উদ্যোগ কলকাতায় 'অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল' নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। ।
- **১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে আত্মীয় সভা স্থাপন করেন রাজা রামমোহন রায় ।**
- ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দের ২০শে জানুয়ারি তাঁর উৎসাহ ও হেয়ারের চেষ্টায় 'হিন্দু কলেজ' (পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্সি কলেজ, ১৮৫৫ খ্রিঃ) স্থাপিত হয়।
- ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে হেয়ার কলকাতায় আরও একটি ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন ('হেয়ার স্কুল')।
- রামমোহন রায়ের উদ্যোগেই ইংরেজি ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা ও বিভিন্ন স্থানে ইংরেজ বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে যথাক্রমে 'কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি' (১৮১৭ খ্রিঃ) এবং 'কলকাতা স্কুল সোসাইটি' (১৮১৮ খ্রিঃ) প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৮১৮ খ্রিস্টব্দে ব্যাপটিস্ট মিশন শ্রীরামপুরে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত করে
- **সমাচার দর্পণ নামে প্রথম বাংলা তথা ভারতের প্রথম কোন ভাষায় সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয় ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে।**

- ভারতের দক্ষিণ (মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির কিছু অঞ্চল বাদে) ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে স্যার টমাস মনরো-র উদ্যোগে 'রায়াতওয়ারি ব্যবস্থা' প্রবর্তিত হয় (১৮২০ খ্রিঃ)।
- উত্তর প্রদেশ মধ্যপ্রদেশ ও দিল্লি অঞ্চলে 'মহলওয়ারি ব্যবস্থা' প্রবর্তিত হয় (১৮২২ খ্রিঃ)। এই প্রথা জমিদার প্রথার অনুরূপ।
- ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় 'সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয় ।

- **নব্যবঙ্গ আন্দোলন**(Young Bengal Movement) -পর্তুগিজ বংশোদ্ভূত হেনরি লুইন ভিভিয়ান ডিরোজিও ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি হিন্দু কলেজের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন।

- **১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি মানিকতলায় 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' নামে এক বিতর্ক সভা প্রতিষ্ঠিত করেন।**
- **'এতেনিয়াম'ছিল এক সংঘের মুখপত্র। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁরা 'পার্থেনন' বলে একটি পত্রিকা** প্রকাশ করেন। ডিরোজিও-র উদ্যোগে প্রকাশিত **'ক্যালেইডোস্কোপ'** পত্রিকা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়।
- তিনি ও তাঁর ছাত্ররা সেই সময় হিন্দুধর্মের নানাবিধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে স্বাধীন মতামত প্রকাশ করত ।তাঁর এই আন্দোলন নব্যবঙ্গ আন্দোলন বা ইয়ং বেঙ্গল মুভমেন্ট নামে পরিচিত ছিল ।
- **ডিরোজিও 'ফকির অব ঝঙ্গিরা' নামক একটি বিখ্যাত কবিতা লেখেন** ।

- **রাজা রাম মোহন রায় ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে (মতান্তরে ১৮২৯ খ্রিঃ) 'ব্রাহ্মসভা' প্রতিষ্ঠিত করেন,** যা পরবর্তীকালে ব্রাহ্মসমাজ (১৮৩০ খ্রিঃ) নাম ধারণ করে। বেদান্ত ছিল তাঁর ধর্মসাধনার মূল ভিত্তি।
- **'সতীদাহ প্রথা' নিষিদ্ধ:** ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে থেকেই জীবন তুচ্ছ করে রাজা রাম মোহন রায় সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেন এবং জনমত গঠনে ব্রতী হন। **অবশেষে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে সপ্তদশ বিধি (Regulation XVII)নামে এক আইন পাস করে 'সতীদাহ প্রথা' নিষিদ্ধ করেন ।**

রামমোহন রায়

- ‘রাজা’ রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩ খ্রিঃ) ছিলেন ‘ভারতীয় নবজাগরণের অগ্রদূত’।
- তাঁকে ‘ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ’ (‘the first modern man of India’) ‘আধুনিক ভারতের জনক’ (‘Father of modern India’) প্রভৃতি নানা অভিধায় ভূষিত করা হয়েছে।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে ‘ভারত পথিক’ বলে সম্মান জানিয়েছেন।
- পন্ডিত জওহরলাল নেহরু-র মতে, তিনি হলেন ‘ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক’ অনেক তাঁকে ‘আধুনিক ভারতের ইরাসমাস’ বলে অভিহিত করেছেন।
- ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে বহু দেববাদের বিরুদ্ধে এবং একেশ্বরবাদের সমর্থনে ফারসি ভাষায় তিনি একটি পুস্তিকা রচনা করেন। তার নাম ‘একেশ্বরবাদীদের প্রতি’।
- কেবলমাত্র এই নয়–বেদ ও উপনিষদের বাংলা অনুবাদ করে তিনি তাঁর মতবাদ প্রচারে ব্রতীহন।
- তাঁর ধর্মমত সম্পর্কে আলোচনার জন্য ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতায় ‘আত্মীয় সভা’ স্থাপন করেন।
- তিনি বাংলা, হিন্দু, ফারসি ও ইংরেজি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন।
- **১৮২১ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজি-বাংলা দ্বিভাষিক ব্রহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন ব্রাহ্মণ সেবধি, বাংলা ভাষায় সম্বাদ কৌমুদি, এবং ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে ফার্সি ভাষায় প্রকাশিত মীরাৎ-উল-আখ্‌বার নামক তিনটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন** ।
- ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে সরকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করতে উদ্যোগী হলে তিনি আন্দোলন গড়ে তোলেন।
- **১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে মোঘল বাদশা দ্বিতীয় আকবর তাঁকে রাজা উপাধিতে ভূষিত করেন** ।
- তিনি ১৮৩৩ সালে মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত হয়ে **ইংল্যান্ডের ব্রিস্টলে প্রয়াত** হন ।

- **চার্টার এক্ট ১৮৩৩ (ভারতের গভর্নর জেনারেল নামক পদ সৃষ্টি)** : এই এক্ট অনুসারে **বাংলার গভর্নর জেনারেল ভারতের গভর্নর জেনারেল এ পরিনত হন ।ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল হন উইলিয়াম বেন্টিক ।**
- **বেন্টিঙ্ক ১৮৩০ দশকে উইলিয়াম স্লিম্যানের নেতৃত্বে দস্যু ঠগীদের দমন করেন** ।

- **মেকলে মিনিট : ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষা ক্ষেত্রে সংস্কারের উদ্দেশ্যে মেকলে মিনিট প্রকাশ পায়** ।
- **উচ্চ শিক্ষায় ইংরেজি ভাষায় শিক্ষাদানের গুরুত্ব পায় ।**
- **১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে ফার্সি ছাড়াও ইংরেজি সরকারি ভাষার স্বীকৃতি পায়** ।

- **১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়** ।

- **জমিদারি সমিতি(Landholders' Society): ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর কলকাতায় এই সমিতি স্থাপন করেন ।এটি ছিল ভারতের প্রথম প্রকৃত রাজনৈতিক সংঘ ।**
- **১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেন 'তত্ত্ববোধিনী সভা। প্রকাশিত করেন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা**
- The Indian Slavery Act, 1843: **১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে দাস প্রথার অবসান ঘটে ।**

- ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে রুড়কী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠা হয় ।
- **১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে জন ইলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন নারীদের জন্য বেথুন স্কুল খোলেন ।পরে ১৮৭৯ বেথুন স্কুল ,বেথুন কলেজে উন্নিত হয় এবং ভারতের প্রথম মহিলা কলেজ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ।**

- **স্বত্ব বিলোপ নীতি (Doctrine of Lapse): ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি স্বত্ব বিলোপ নীতি প্রণয়ন করেন এবং এর দ্বারা বহু রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন ।**
  এই নীতি অনুসারে সর্ব প্রথম সাতারা রাজ্যটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয় ।

Note: ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতি:-

- চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত(Permanent Settlement)- ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ - লর্ড কর্ণওয়ালিস
- অধীনতামুলক মিত্রতা নীতি(Subsidiary Alliance)-১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দ-লর্ড ওয়েলেসলি
- স্বত্ব বিলোপ নীতি (Doctrine of Lapse)- ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দ-লর্ড ডালহৌসি
- ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন দ্বারা যুক্ত হয় কলকাতা এবং ডায়মন্ডহারবার ।

- **রেলপথ: ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে (১৬ই এপ্রিল) 'গ্রেট ইন্ডিয়ান পেনিনসুলার রেল কোম্পানি' সর্বপ্রথম বোম্বাই থেকে থানা (বর্তমান থানে) পর্যন্ত একুশ মাইল পথ রেল যোগাযোগ স্থাপন করে।**
- **পরের বছর ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে 'ইস্ট ইন্ডিয়া রেল কম্পানি' হাওড়া থেকে পান্ডুয়া এবং ১৮৫৫** খ্রিস্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারি হাওড়া থেকে রানিগঞ্জ রেল যোগাযোগ স্থাপন করে।

- ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে পারসি শিল্পপতি জাউয়াসজি নানাভাই দাভর বোম্বাই-এ সর্বপ্রথম একটি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত করেন।
- **১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা প্রতিযোগিতামূলক হয়ে ওঠে ।**
- **১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে পাবলিক ওয়াকর্স ডিপারমেন্টের(PWD) পত্তন করেন লর্ড ডালহৌসি ।**
- **উডের ডেসপ্যাচ**(Charles Wood's Despatch-1854) : **১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে** ইংল্যান্ডের বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি চার্লস উড ভারতে উচ্চ শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে কয়েকটি সুপারিশ করেন যা উডের ডেসপ্যাচ নামে খ্যাত ।

  তাঁর সুপারিশ গুলি ছিল : **মাদ্রাজ ,বোম্বাই ও কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ;নারী শিক্ষার প্রসার ও সরকারি বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি ।**
- **উডের ড্যাসপেচ কে ভারতীয় শিক্ষা ব্যাবস্থার ম্যাগনাকার্টা বলে হয়ে থাকে ।**
- **উডের সুপারিশ মেনেই ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা ,মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় ।**

- **১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জনৈক প্রাক্তন নৌ-কর্মচারী জর্জ অকল্যান্ড কলকাতার নিকটবর্তী রিষড়ায় প্রথম পাটকল স্থাপন করেন।**

- **সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫** খ্রিস্টাব্দ **) :**
- সিধু ও কানু নামে দুই ভাইয়ের নেতৃত্বে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে জুন ভাগনাডিহির মাঠে দশ হাজার সাঁওতাল সমবেত হয়ে স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্য প্রতিষ্ঠার('দামিন-ই-কোহি') কথা ঘোষণা করে। সিধু, কানু ছাড়াও চাঁদ ও ভৈরব নামে দু'ভাই এবং বীরসিং, কালো প্রামানিক, ডোমন মাঝি এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। শেষ পর্যন্ত ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে বিদ্রোহ দমিত হয়

- **ইন্ডিয়ান ইন্সস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি কলেজটি ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় স্থাপন করা হয় ।কলকাতার কলেজটি ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে শিবপুরে স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে এটী শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ।**
- **বিধবা বিবাহ আইনসিদ্ধ** (Widow Remarriage Act-1856)**: বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে বিধবা বিবাহ আইনসিদ্ধ হয়।**

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১ খ্রিঃ)

- ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুর জেলায় বীরসিংহ গ্রামে এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর মতে, এক ভীরুর দেশে তিনিই একমাত্র 'পুরুষসিংহ'।
- তিনি নিজ উদ্যোগে বাংলার বিভিন্ন স্থানে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় ও ২০টি আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন।
- তিনি জনশিক্ষার জন্য 'বর্ণপরিচয়', 'কথামালা', 'বোধোদয়' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন ।
- **তিনি বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করে সংস্কৃত কলেজ থেকে ।**
- বিদ্যাসাগর নিজ ব্যায় কলকাতায় 'মেট্রোপলিটান ইন্সটিটিউশন' (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) নামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন। বাংলায় উচ্চশিক্ষা বিস্তারে ভারতের এই প্রথম বেসরকারি কলেজটির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে বিধাবা বিবাহ আইনসিদ্ধ হয়।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহ

- **এনফিল্ড রাইফেলে** যে টোটা ব্যবহৃত হত তার খোলসটি দাঁতে কেটে রাইফেলে ভরতে হত। এই খোলসটি গরু ও শুয়োরের চর্বি দিয়ে তৈরি হত। ধর্মচ্যুত হওয়ার আশঙ্কায় হিন্দু-মুসলিম সিপাহিরা এই টোটা ব্যবহারে অসম্মত হয়। এই টোটা হল মহাবিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ ।
- ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ১০ই মে মিরাট সেনানিবাসেই প্রকৃতপক্ষে বিদ্রোহ শুরু হয়।
- এর আগে ২৯শে মার্চ ব্যারাকপুরের সেনানিবাসে ৩৪ নং ইনফ্যানট্রির সিপাহি মঙ্গল পান্ডে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।
- মহাবিদ্রোহের প্রধান কেন্দ্র ছিল দিল্লি, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বেরিলি, ঝাঁসি এবং বিহারের আরা।
- বিদ্রোহী সিপাহিরা দিল্লির গদিচ্যুত বাদশাহ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ-কে মহাবিদ্রোহের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

ZERO-SUM IS ONE OF THE FASTEST GROWING ONLINE PLATFORMS FOR CIVIL SERVICE ASPIRANTS

স্থান ও সিপাহি বিদ্রোহের নেতা

- দিল্লি -সুবেদার বখত খান।
- কানপুর -নানাসাহেব। তাঁর পক্ষে সেনাপতি তাঁতিয়া তোপি ও মন্ত্রী হাকিম আজিমুল্লা বিদ্রোহ পরিচালনা করতেন।
- অযোধ্যা- বেগম হজরৎমহল
- ঝাঁসি-রানি লক্ষীবাঈ।**(জন্মকালীন সময়ে তাঁর প্রকৃত নাম ছিল মণিকর্ণিকা)**
- বিহার-কুনওয়ার সিং।
- বেরিলি-খাঁ বাহাদূর খাঁ।

- **বিশিষ্ট মনীষী কার্ল মার্কস দ্ব্যর্থহীন ভাষায় একে 'জাতীয় বিদ্রোহ' বলেছেন।**
- **বীর সাভারকার (V. D. Savarkar) এই বিদ্রোহকে 'ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ'বলে অভিহিত করেছেন।**
- **মহারানির ঘোষনা পত্র (Queen's Proclamation):** ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১লা নভেম্বর এক ঘোষণাপত্র মারফত মহারানি ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসনভার গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন এবং শাসনব্যবস্থায় নতুন নীতি অ আদর্শের কথা ঘোষণা করে জনসাধারণকে আশ্বস্ত করেন।

Zero-Sum

১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ

- **১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ভারতের ক্ষমতা কোম্পানির হাত থেকে সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের হাতে চলে যায় ।এতদিন পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার প্রচ্ছন্ন ভাবে ভারতের শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করত ।**
- বলা বাহুল্য, ভারতে কোম্পানির শাসনের অবসান কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়। **১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের 'রেগুলেটিং অ্যাক্ট', 'পিটের ভারত শাসন আইন (১৭৮৪ খ্রিঃ) এবং পরবর্তীকালে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দ, ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ ও ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ আইন** দ্বারা কোম্পানির হাত থেকে ধীরে ধীরে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার যে প্রক্রিয়া শুরু হয়, ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন তারই চূড়ান্ত পরিণতি।

- **'ভারত শাসন আইন' (Government of India Act, 1858)** : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহা বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ২রা আগস্ট ব্রিটিশ পার্লামেন্ট 'ভারত শাসন আইন' (Government of India Act, 1858) পাস করে।
- এই আইনের মাধ্যমে ভারতে কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারতের শাসনভার ব্রিটিশ সরকার বা ইংল্যান্ডেশ্বরী মহারানি ভিক্টোরিয়ার হস্তে অর্পণ করা হয়।
- রানির প্রতিনিধি হিসেবে গভর্নর জেনারেল ভারতীয় শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করতে থাকেন এবং তিনি 'ভাইসরয়' উপাধিতে ভূষিত হন।
- 'ভারত সচিব' বা 'সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ইন্ডিয়া' নামক নতুন পদের সৃষ্টি করা হয় ।

Note:

- **১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ক্যানিং লর্ড ডালহৌসির জায়গায় ভারতের গভর্নর জেনারেল হয়ে ছিলেন ।**
- **১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ক্যানিং গভর্নর জেনারেল থেকে ভাইসরয় পদে স্থানান্তরিত হয় ।**
- **লর্ড ক্যানিং ব্রিটিশ ভারতের শেষ গভর্নর জেনারেল এবং প্রথম ভাইসরয়** ।
- **১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে 'ভারত শাসন আইন ':** ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে 'ভারত শাসন আইন' পাস করা হয়। এই আইন অনুসারে বড়লাট বা ভাইসরয়ের আইন পরিষদ বা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা (Imperial Legislative Council)-য় ৬ থেকে ১২ জন সদস্য ব্যবস্থা করা হয়।
- The Indian High Courts Act of 1861 **বলে কলকাতা ,মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে হাইকোর্ট স্থাপন করা হয় এবং পূর্বের সুপ্রিম কোর্ট বিলুপ্ত করা হয়।**

Zero Sum
you win or you lose

- **নীল বিদ্রোহ :** ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে কৃষ্ণনগরের কাছে গ্রাম-এ বিদ্রোহ শুরু হয়। নদিয়ার চৌগাছা গ্রামের বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস নীলচাষের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগঠিত করেছিলেন।
- এই বিদ্রোহে নেতৃত্বের জন্য রামরতন রায়কে 'বাংলার নানাসাহেব' বলা হত।
- হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'হিন্দু প্যাটিয়াট' পত্রিকায় নিয়মিতভাবে নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনি প্রকাশ করতেন।
- ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দীনবন্ধু মিত্র-র বিখ্যাত 'নীলদর্পণ' নাটক প্রকাশিত হয়। বিশিষ্ট ভারতপ্রেমিক রেভারেন্ড জেমস লঙ-এর **অনুরোধে** মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করেন।

- নীল বিদ্রোহের ফলে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে 'নীল কমিশন' গঠিত হয় এবং এর ফলে নীলকরদের অবর্ণনীয় অত্যাচার জনসমক্ষে প্রকাশ হয়ে পড়ে।
- ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের 'অষ্টম আইন' দ্বারা 'নীলচুক্ত আইন' রদ করে বলা হয় যে, নীলচাষ সম্পূর্ণভাবে চাষিদের ইচ্ছাধীন। পরে ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে রাসায়নিক পদ্ধতিতে নীল উৎপাদনের ফলে এদেশে নীলচাষ প্রায় উঠে যায়।

- **শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা : ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বোলপুরে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন । ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেখানে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলেন** ।

- **ব্রাহ্মসমাজের ভাঙন:** ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র সেনকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি দেন এবং ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ও আচার্য পদে বরণ করেন।
- ১৮৬৬ খ্রিস্টব্দে কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীরা ব্রাহ্মসমাজ থেকে বহিস্কৃত হন।
- কেশবচন্দ্র 'ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মসমাজ' (১৮৬৬ খ্রিঃ) প্রতিষ্ঠিত করেন এবং দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজ 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নামে পরিচিত লাভ করে।

- The Native Marriage Act (Act III): মূলত ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলনের ফলেই ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে সরকার বিখ্যাত 'তিন আইন'(The Native Marriage Act (Act III)' পাস করে এবং তার দ্বারা বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হয় এবং বিধবা বিবাহ , অসবর্ণ বিবাহ আইনসিদ্ধ হয়।

- শিবনাথ শাস্ত্রী, রামকুমার বিদ্যারত্ন, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ 'ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মসমাজ ভেঙে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই মে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠিত করেন।
- ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শে কেশবচন্দ্র তাঁর 'নববিধান' ঘোষণা করেন এবং তাঁর ব্রাহ্ম-সমাজ 'নববিধান ব্রাহ্মসমাজ' আন্মে পরিচিত লাভ করেন।

- **প্রার্থনা সমাজ**-ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেনের প্রভাবে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে ডঃ আত্মারাম পান্ডুরঙ্গ (১৮২৩-১৮৯৮ খ্রিঃ)-র নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রে 'প্রার্থনা সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবাসীর রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার জন্য তিনি পুনায় সার্বজনিক সভা (১৮৭০ খ্রিঃ) প্রতিষ্ঠিত করেন।

- স্বামী **দয়ানন্দ সরস্বতী :** হিন্দুধর্মের অভ্যন্তরীণ সংস্কারের উদ্দেশ্যে ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১০ই এপ্রিল স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বোম্বাই-এ 'আর্য সমাজ' প্রতিষ্ঠিত করেন।
- 'সত্যার্থ প্রকাশ' ও 'বেদ ভাষা' নামক হিন্দি গ্রন্থে তাঁর ধর্মীয় মতাদর্শ প্রকাশিত হয়েছে।
- **তিনি বলতেন -বেদে ফিরে যাও** ("Go *back to the Vedas*")

- **আলিগড় অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ** :মুসলিমদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে সৈয়দ আহমদ খান আলিগড়ে 'অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ' প্রতিষ্ঠিত করেন। যা পরে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় পরিণত হয় (১৯২৭ খ্রিঃ)।
- উর্দু 'তাহজিব-আল-আফলাখ' এবং ইংরেজি 'পাইওনিয়ার' পত্রিকার মাধ্যমে সৈয়দ আহমদ খান তাঁর মতামত ব্যক্ত করতেন।

- ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে সুয়েজ খাল খননের ফলে ইংল্যান্ড ও ভারতের মধ্যে দূরত্ব অনেক হ্রাস পায়। এছাড়া, ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে লোহিত সাগরের মধ্য দিয়ে ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যে টেলিগ্রাম ব্যবস্থা গড়ে ওঠে

- **দাদাভাই নওরোজি:** ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে দাদাভাই নওরোজি লন্ডনে 'ইস্ট ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাই-এ এর একটি শাখা স্থাপিত হয়।
- **ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য হন।**Grand Old Man of India **বলা হয় দাদাভাই নওরোজিকে**
- দাদাভাই নওরোজি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'পভার্টি অ্যান্ড আন-ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া(Poverty and Un-British Rule in India)' গ্রন্থ মারফত ইংরেজদের স্বৈরাচারী শোষণের স্বরূপ দেশবাসীরা সামনে তুলে ধরেন।তিনি মূলত এই গ্রন্থের দ্বারা drain of wealth from India into England (drain theory) **এটি জনসমক্ষে তুলে ধরেন ।**

- **ভারতে প্রথম সেন্সাস: ভাইসরয় লর্ড মায়ো ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে ভারতে প্রথম সেন্সাস (জনগননা) শুরু করেন । লর্ড মায়ো একমাত্র ভাইসরয় যিনি পদে থাকাকালীন খুন হন ।। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে আন্দামানে শের আলি আফ্রিদি নামক একক পাঠান লর্ড মায়োকে হত্যা করে ।**

- **'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' বা 'ভারত সভা' :** ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে জুলাই আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উদ্যোগে এক বিশাল জনসমাবেশে কলকাতার অ্যালবার্ট হলে 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' বা 'ভারত সভা'-র প্রতিষ্ঠা হয়।
- **নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ বিল-** ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই মার্চ লর্ড নর্থব্রুকের শাসনকালে 'নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ বিল' পাস হয়।

- **ভারত সম্রাজ্ঞী মহারানি ভিক্টোরিয়া:** লর্ড লিটনের আমলে দিল্লিতে ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে দিল্লি দরবার অনুষ্ঠিত হয় । সেখানে মহারানি ভিক্টোরিয়াকে 'ভারত সম্রাজ্ঞী' বলে ঘোষণা করা হয়। এর ফলে সমগ্র ভারতের উপর মহারানির সার্বভৌমত্ব আরোপিত হয়। পূর্বে ভারতীয় রাজন্যবর্গ ছিলেন ব্রিটিশ-রাজ্যের মিত্র, কিন্তু এই ঘোষণার ফলে তাঁরা সম্রাজ্ঞীর অধীনস্থ প্রজা বা 'সামন্ত'-তে পরিণত হন।
- ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই মার্চ লর্ড লিটন 'দেশীয় ভাষা সংবাদপত্র আইন' বা 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' এবং অস্ত্র আইন (Arms Act) প্রবর্তন করেন।
- ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে মেয়েরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরীক্ষা দানের সুযোগ পায়। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলার দুই মহিলা চন্দ্রমুখী বসু ও কাদম্বিনী গঙ্গোপধ্যায় প্রথম বি.এ. ডিগ্রি লাভ করে।

you win or you lose

লর্ড রিপন

- **কুখ্যাত ভাইসরয় লিটনের পর ভারতীয় দের প্রতি সহনাভুতিশীল লর্ড রিপন ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয় হন । তিনি ১৮৮১** খ্রিস্টাব্দে **ভারতে প্রথম পূর্ন ও নিয়মিত সেন্সাস করেন ।**
- **১৮৮১** খ্রিস্টাব্দে **ফ্যাক্টরি এক্ট (First Factory act) পাশ হয় এবং শিশু শ্রম নিষিদ্ধ হয়** ।

- **হান্টার কমিশন:** লর্ড রিপন ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে স্যার উইলিয়াম হান্টার নামে জনৈক শিক্ষাবিদের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করেন। এই কমিশন 'হান্টার কমিশন' নামে পরিচিত।
- **লর্ড রিপন ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে ভারতে পঞ্চায়েত ব্যাবস্থা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন । লর্ড রিপন কে বলা হয় 'Father of local Self Government'**
- **লর্ড রিপন ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে** 'দেশীয় ভাষা সংবাদপত্র আইন' বা 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' **তুলে নেন ।**

- **১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ।এখানেই উল্লেখিত বন্দেমাতরম সংগীত স্বাধীনতা বিপ্লবের মূল বাণী হয়ে ওঠে।১৮৯৬ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে সর্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গাওয়া হয় বন্দে মাতরম গানটি। উক্ত অধিবেশনে গানটি পরিবেশন করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।**

- **ইলবার্ট বিল (১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ):** ভারতীয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা দায়রা জজ কোনও ইংরেজের বিচার করতে পারতেন না। এই বর্ণবৈষম্য দূর করার জন্য ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে রিপনের পরামর্শে তাঁর আইন-সচিব ইলবার্ট একটি বিল রচনা করেন, যাতে ইউরোপীয় ও ভারতীয় বিচারকদের সমমর্যাদা ও সমক্ষমতার অধিকারী করা হয়।
- এই বিলের বিরুদ্ধে ইউরোপিয়ানরা তুমুল বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন । কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার ব্রনসন-এর নেতৃত্বে তারা 'ডিফেন্স অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করে আন্দোলন চালাতে থাকে।
- এই বিক্ষোভের ফলে রিপন এই বিল প্রত্যাহার করে নেন ।

১৮৮৫-১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ

- ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেস দল প্রতিষ্ঠা হলে ভারতীয় দের মধ্যে জাতীয়তা বোধ বৃদ্ধি পায় ।
- এই ১৮৮৫ থেকে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন প্রধানত মহারাষ্ট্র ,বাংলা ও পাঞ্জাবকে ঘিরেই গড়ে ওঠে । মূলত বাংলায় হয়ে ওঠে বিপ্লবের প্রধান কেন্দ্র ।
- এই সময় কংগ্রেসে নরম পন্থি ও চরম পন্থিদের মধ্যে বিরোধ দেখা যায় ।
- **১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চরমপন্থিরাই বেশি সক্রিয় ছিল ।কিন্তু ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে গান্ধীজি ভারতে এলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালিত হতে থাকে গান্ধীজিকে কেন্দ্র করে ।**

Book a Free Personal Online Consultation:
86704 20484

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস

- ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে **ভাইসরয় লর্ড ডাফরিনের আমলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়** ।
- অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ রাজকর্মচারী অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম -কে 'জাতীয় কংগ্রসের জনক' বা 'প্রতিষ্ঠাতা' বলা হয় ।
- হিউমের জীবনীকার ও অন্যতম কংগ্রেস সভাপতি ইউলিয়াম ওয়েডারবার্ন রচিত 'অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম, ফাদার অব দি ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল কংগ্রেস' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, ১৮৭০-১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে, সরকারের স্বার্থে তিনি 'সেফটি ভালব' বা ধ্বংসাত্মক শক্তির প্রতিরোধক হিসেবে 'কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন।
- **তবে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত সুরেন্দ্রনাথের 'জাতীয় সম্মেলন' থেকেই 'জাতীয় কংগ্রেস**'-এর পরিকল্পনা গৃহীত হয় এবং এটী বহুলাংশে জাতীয় কংগ্রেস সৃষ্টির পথ নির্মাণ হয়।
- ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর কলকাতার বিশিষ্ট আইনজীবী উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সভাপতিত্ব বোম্বাই শহরের গোকুলদাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজ হলে ৭২ জন প্রতিনিধি নিয়ে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন (২৮-৩০শে ডিসেম্বর) বসে।
- **কংগ্রেসের প্রথম সাফল্য হল Indian Councils Act of 1892 পাশ করানো** ।

- ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে এক প্রকাশ্য সভায় লর্ড ডাফরিন কংগ্রেসকে 'একটি বাঙালি সংগঠন', 'বাবুশ্রেণিক সংগঠন', 'একটি বালকসুলভ সংস্থা' বলে অভিহিত করেন। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে বড়লাট লর্ড কার্জন ভারত সচিব জর্জ হ্যামিলটনকে লিখেছিলেন যে, "ভারতে যতদিন আছি ততদিন আমার অন্যতম উচ্চাশা এই যে কংগ্রেস যাতে শান্তিতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পোরে তার জন্যে চেষ্টা করে যাওয়া।

- ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে 'ব্রিটিশ কমিটি অফ ন্যাশনাল কংগ্রেস' নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করে। স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ন ও উইলিয়াম ডিগবি যথাক্রমে এর সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন। ডিগবি-র সম্পদনায় ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে 'ইণ্ডিয়া' একটি পত্রিকা নামে প্রকাশ করা হয়।

- স্বামী বিবেকানন্দর শিকাগো বক্তৃতা :১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ধর্মসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু ধর্মের উদারতা ও মহত্ত্ব বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেন ।
- স্বামী বিবেকানন্দর লিখিত গ্রন্থ গুলি হল জ্ঞানযোগ', 'রাজযোগ', 'বর্তমান ভারত' , লেকচার্স ফ্রম কলম্বো টু আলমোড়া (১৮৯৭, বাংলা অনুবাদে ভারতে বিবেকানন্দ) ।

- ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১ মে স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠা করেন ধর্ম প্রচারের জন্য সংগঠন "রামকৃষ্ণ মঠ" এবং সামাজিক কাজের জন্য সংগঠন "রামকৃষ্ণ মিশন" ।

স্বশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলন :

- ভারতে প্রথম স্বশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলনের সূচনা হয় মহারাষ্ট্রে।
- মহারাষ্ট্রের বাসুদেব বলবন্ত ফাদকে রামোসিস উপজাতিদের নিয়ে বিদ্রোহ করেন । বিচারে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদন্ড হয় ।তাঁকে ভারতে বিপ্লববাদের জনক বলা হয় ।

বাল গঙ্গাধর তিলক

- জাতীয়তাবাদ প্রসারের জন্য মহারাষ্ট্রে ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে বাল গঙ্গাধর তিলক গণপতি উৎসব ও ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে শিবাজী উৎসব পালন শুরু করেন ।
- তিনি কেশরি নামক মারাঠি ভাষায় ও মারাঠা নামে ইংরেজি ভাষায় দুটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন ।
- লোকমান্য তাঁর উপাধি ছিল ।
- ব্রিটিশরা তাঁকে ভারতীয় অস্থিরতার জনক (Father of Indian Unrest) বলতেন।
- তাঁর বিখ্যাত বাণী ছিল 'স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার এবং তা আমার চাই'("Swarajya is my birthright and I shall have it!".)

- চাপেকার ভাতৃদ্বয়(Chapekar brothers/Natu brothers) : দামোদর চাপেকার ও বালকৃষ্ণ চাপেকার ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে পুনের প্লেগ কমিশনার রান্ড কে হত্যা করেন ।বিচারে তাঁদের ফাঁসি হয় ।
- নাসিকে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে গণেশ দামোদর সাভারকর ও বিনায়ক দামোদর সাভারকর মিত্র মেলা ও ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে বিনায়ক দামোদর সাভারকর অভিনব ভারত বিপ্লবী সংগঠন দুটি গড়ে তোলেন ।

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশি আন্দোলন (১৯০৫-১৯১১ খ্রিঃ)

- ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ কংগ্রেস পার্টির মধ্যে দুটি ভিন্ন ভাব ধারার নেতার সৃষ্টি হয় যথা নরম পন্থী ও চরমপন্থী।
- নরমপন্থীরা আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের কাছে তাঁরা তাঁদের দাবিপূরণের চেষ্টা করত । অন্যদিকে চরমপন্থীরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মাধ্যে তাঁদের দাবি পূরণে সচেষ্ট ছিল **। নরমপন্থী নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় , গোপাল কৃষ্ণ গোখলে ,ফিরোজ শাহ মেহতা প্রমূখ ।**
- চরমপন্থীনেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন লাল বাল পাল নামে খ্যাত **লালা লাজপৎ রায় , বাল গঙ্গাধর তিলক ও বিপিন চন্দ্র পাল ;অরবিন্দ ঘোষ প্রমূখ ।**
- **অনুশীলন সমিতি-১৯০২** খ্রিস্টাব্দের ২৪শে মার্চ ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'অনুশীলন তত্ত্ব'-র আদর্শে এবং ব্যারিস্টার পি. মিত্র (প্রমথনাথ মিত্র)-র সভাপতিত্বে কলকাতায় বাংলার প্রথম বিপ্লবীকেন্দ্র 'অনুশীলন সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'ঢাকা অনুশিলন সমিতি'-র প্রধান পরিচালক ছিলেন পুলিনবিহারী দাস।
- **জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র বাংলা তথা বাঙালিকে দুর্বল করতে লর্ড কার্জন বিভাজন নীতির গ্রহণ করেন** ।
- এই উদ্দেশ্যে লর্ড কার্জন ফ্রেজারকে বাংলায় গভর্নর করে নিয়ে আসেন । **১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর ফ্রেজার বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব দেন।**

Zero-Sum
you win or you lose

- **'রিজলি পরিকল্পনা (১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ):শেষ পর্যন্ত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব হাবার্ট রিজলি স্থির করেন যে, সমগ্র চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। এই পরিকল্পনা 'রিজলি পরিকল্পনা নামে খ্যাত।**
- বাঙ্গালির সমবেত প্রতিবাদের উপেক্ষা **করে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৯শে জুলাই সরকারীভাবে বঙ্গভঙ্গের** পরিকল্পনা ঘোষিত হয়, এবং বলা হয় যে, **আগামী ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬শে অক্টোবর থেকে বঙ্গভঙ্গ কার্যকারী হবে।**
- এর প্রতিবাদে সারা বাংলায়-পরে সারা ভারতে এক প্রবল আন্দোলন গড়ে ওঠে, যা স্বদেশি আন্দোলন নামে পরিচিত।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

- সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলায় সর্বত্র বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়
- **সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের** আত্মাজীবনীর **নাম** 'A nation in Making'
- **সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কে বাংলার 'মুকুটহীন রাজা' এবং রাষ্ট্রগুরু বলা হত**
- তিনি তাঁর বেঙ্গলি পত্রিকার মাধ্যমে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে লেখনী ধরেন ।
- **রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'দেশনায়ক' হিসেবে অভিহিত করেন এবং দেশবাসীকে তাঁর নেতৃত্ব মেনে নেওয়ার আহ্বান জানান।**

বিপিনচন্দ্র পাল

- চিদাম্বরম পিল্লাই তাঁকে 'স্বাধীনতার সিংহ'আখ্যায় ভূষিত করেন।
- স্বদেশি আন্দোলন উপলক্ষে তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করেন **এবং 'নিউ ইন্ডিয়া'ও 'বন্দে মাতরম'পত্রিকা মারফত জাতীয়তার মন্ত্র প্রচার করতে থাকেন ।**

অরবিন্দ ঘোষ

- কংগ্রেসের চরমপন্থী গ্রুপের নেতৃত্বে থাকাকালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে (১৯০৫-১৯১১) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।
- **তিনি ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে 'ভবানী মন্দির' নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেন।**
- **তাঁর লিখিত বাকি গ্রন্থ গুলি হল সাবিত্রী , The Life Divine,The Synthesis of Yoga, Essays on the Gita .**
- ১৯০৮ সালে বন্দেমাতরম পত্রিকায় রাজদ্রোহমূলক রচনা এবং আলিপুর বোমা মামলায় জড়িত থাকার জন্যে অভিযুক্ত হন। **দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রচেষ্টায় মুক্তিলাভ করেন এবং সশস্ত্র বিপ্লববাদী পথ পরিহার করে ফরাসী মহিলা মাদাম পল রিশার (শ্রীমা) সাথে পণ্ডিচেরীতে আশ্রম গড়ে তোলেন(১৯১০ খ্রিস্টাব্দ)। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বরে এই আশ্রমে তিনি দেহত্যাগ করেন।**

- ১৬ই অক্টোবর বা ৩০শে আশ্বিন বঙ্গভঙ্গ কার্যকারী হয়। সেদিন সারা দেশে হরতাল পালিত হয়। জাতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ সেদিন দেশবাসীকে 'রাখি বন্ধন'-এর পরিকল্পনা দেন।

- রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-র প্রস্তাবক্রমে সেদিন সারা দেশে 'অরন্ধন' পালিত হয় এবং বাংলার মা-বোনেরা সেদিন 'বঙ্গলক্ষীর ব্রত' গ্রহণ করেন।
- ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ১৩ই জুলাই কৃষ্ণকুমার মিত্র সম্পাদিত 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় সর্বপ্রথম সরকারের বিরুদ্ধে এক সামগ্রিক বয়কটের কথা ঘোষণা করা হয়।
- বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় সরকারি ছাত্রদলন নীতি এবং কার্লাইল সার্কুলার (১০ই অক্টোবর, ১৯০৫ খ্রিঃ), পেডলার সার্কুলার (২১শে অক্টোবর, ১৯০৫ খ্রিঃ), লিয়ন সার্কুলার (১৬ই অক্টোবর, ১৯০৫ খ্রিঃ) জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে ইন্ধন জোগায়। ছাত্ররাই ছিল স্বদেশি আন্দোলনের মূল শক্তি।
- শচীন্দ্র প্রসাদ-বসু নেতৃত্বে কলকাতায় 'অ্যান্ট-সার্কুলার সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়।
- আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়-এর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বেঙ্গল কেমিক্যাল'।
- ডঃ নীলরতন সরকার জাতীয় সাবান কারখানা প্রতিষ্ঠিত করেন।
- কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ' নামে দেশীয় হাসপাতাল।
- **১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে** জামসেদজি টাটা জামসেদপুরে লৌহ ও ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠিত করেন।
- সরলাদেবী চৌধুরানি 'লক্ষীর ভাণ্ডার' প্রতিষ্ঠিত করেন। এই কাজে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত 'ডন সোসাইটি' এবং 'অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি'-র ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।
- বিপ্লবী আদর্শ প্রচারের জন্য অরবিন্দ ঘোষের পরামর্শ ও ভগিনী নিবেদিতার প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বারীন্দ্র(অরবিন্দ ঘোষের ভাই)ও ভূপেন্দ্রনাথের (বিবেকানন্দর ভাই)উৎসাহে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশিত হয়।
- এ সময় অরবিন্দ ঘোষ সম্পাদিত 'বন্দে মাতরম' এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্পাদিত 'সন্ধ্যা' পত্রিকা-ও বিপ্লবী ভাবধারা প্রচার করত।
- বোমা তৈরি শিক্ষার জন্য মেদিনীপুরের হেমচন্দ্র দাস পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি করে প্যারিস যাত্রা করেন।

mail us: contact@zerosum.in

আলিপুর বোমা মামলা:

- বিপ্লবীদের প্রধান লক্ষ্য ছিলেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড।
- প্রাণভয়ে তিনি বিহারের মজঃফরপুরে বদলি হয়ে যান। বিপ্লনী দলের নির্দেশে বাংলার দুই তরুণ বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকি ও ক্ষুদিরাম বসু কিংসফোর্ডের হত্যার জন্য মজঃফরপুর যাত্রা করেন।
- ১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল সন্ধ্যায় অন্ধকারে তাঁরা সিংসফোর্ডের গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়েন। গাড়িতে কিংসফোর্ড ছিলেন না-ছিলেন ব্যারিস্টার কেনেডির স্ত্রী ও কন্যা। তাঁরা নিহত হন। পুলিশের কাছে ধরা পড়ার পূর্বেই প্রফুল্ল চাকি মোকামা স্টেশনে নিজের পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করেন এবং বন্দী ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। (১১ আগস্ট, ১৯০৮ খ্রিঃ)।
- পুলিশ মুরারিপুকুর বাগানবাড়িতে তল্লাশি চালায় এবং অরবিন্দ-বারিন্দ্র সহ মোট সাতচল্লিশ জনকে গ্রাপ্তার করে বিখ্যাত আলিপুর বোমার মামলা শুরু করে(১৯০৮ খ্রিঃ)।
- আসামিদের পক্ষে উকিল ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ (পরবর্তীকালে 'দেশবন্ধু')।
- মামলা চলাকালে নরেন গোসাইনামে জনৈক দুর্বলচিত্ত বিপ্লবী পুলিশের কাছে দলের গোপন তথ্য ফাঁস করে দিতে থাকলে কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু নাম দুই বিপ্লবী জেলের মধ্যে গোপনে পিস্তল আনিয়ে নরেন গোঁসাইকে হত্যা করেন।
- শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী নায়ক অরবিন্দ ঘোষ মুক্তিলাভ করলেও অধিকাংশ বিপ্লবীরই দীর্ঘমেয়াদি কারাদন্ড বা দ্বীপান্তরের শাস্তি হয় (১৯০৯ খ্রিঃ)।

Zero-Sum
you win or you lose

স্বদেশী আন্দোলনের সময় কংগ্রেস দলের অবস্থান

- **১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বেনারসে কংগ্রেসের অধিবেসনে সভাপতি গোখলে** বাংলার **স্বদেশী আন্দোলন ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সংগ্রাম কে সমর্থন করেন এবং স্বরাজ্যর ব্যাপারে প্রথমবার আলোচনা শুরু করেন ।**
- **১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা অধিবেশনে সভাপতি দাদা ভাই নওরোজি সর্বপ্রথম স্বরাজ্য কথাটি ব্যবহার করেন ও তা দাবিও করেন ।**

- **সুরাট কংগ্রেস অধিবেশনে: ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে সুরাট কংগ্রেস অধিবেশনে চরমপন্থী ও নরমপন্থীনেতাদের মধ্যে স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মতানৈক্য দেখা দেয় এবং কংগ্রেস দুইভাগে ভেঙে যায় । চরমপন্থিরা চাইছিল ইংরাজ মুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতা আর নরমপন্থীরা চাইছিল ইংরেজ শাসনের অধিনে থেকে স্বায়ত্তশাসন লাভ । এই অধিবেশনে চরমপন্থীদের বহিষ্কার করা হয় এবং কংগ্রেসের জন্য নতুন সংবিধান**

আনা হয় ।এই অধিবেশনে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয় রাসবিহারী ঘোষ (Note-রাসবিহারী বোস নয়) ।

মুসলিমদের অবস্থান

- **বাংলার বেশির মুসলিম নেতা এই বঙ্গভঙ্গের পক্ষেই ছিল ।**
- **তাঁরা বঙ্গভঙ্গের পক্ষ নিয়ে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগ ঢাকায় গঠন করে ।সভাপতি নির্বাচিত হন আগা খান । তাঁরা নিজেদের দাবিতে অনড় থেকে সিমলায় লর্ড মিন্টোর সাথে দেখা করেন এবং পৃথক মুসলিমদের জন্য নির্বাচন দাবি করেন ।**

ভারতের বাইরে আন্দোলন

- শ্যামজি কৃষ্ণবর্মা ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে 'ইন্ডিয়ান হোমরুল সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত করেন।**তিনি ইন্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট নামক একটি পত্রিকা লন্ডনে প্রকাশ করেন** ।
- শ্যামজি ও তাঁর বিপ্লবী সহকর্মীদের প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল তাঁরই প্রতিষ্ঠিত লন্ডনের 'ইন্ডিয়া হাউস'।
- এই সময় মদনলাল ধিংড়া নামে এক তরুণ বিপ্লবী লন্ডনের বুকে প্রকাশ্য সভায় ইংরেজ সিভিলিয়ান কার্জন উইলি-কে হত্যা করেন (১লা জুলাই, ১৯০৯ খ্রিঃ)। বিচারে ধিংড়ার ফাঁসি হয় (১৭ই আগস্ট, ১৯০৯ খ্রিঃ)।
- **এটি ছিল বিদেশে প্রথম কোন ভারতীয় বিপ্লবীর শহিদ হওয়ার ঘটনা ।**

- শ্যামজির অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহকর্মী পারসি মহিলা মাদাম ভিকাজি রুস্তমজি কামা বা মাদাম কামা (১৮৬১-১৯৩৪ খ্রিঃ)-র নাম অতি উল্লেখযোগ্য।

- ভিকাজি রুস্তমজি কামাকে 'ভারতীয় বিপ্লববাদের জননী' বলা হয়। ইংল্যান্ডে ভারতীয় তরুণদের সংঘবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তিনি লন্ডনে 'ফ্রি ইন্ডিয়া সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত করেন।
- ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে জার্মানির স্টুটগার্ট শহরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সমাজবাদী কংগ্রেসে যোগদান করে তিনি সেখানে লাল, হলুদ ও সবুজ-ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এই পতাকার মধ্যে 'বন্দে মাতরম' কথাটি লেখা ছিল। এটিই হল ভারতের প্রথম জাতীয় পতাকা।

- ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া শহরে তারকনাথ দাশ ও তাঁর সহযোগীরা 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেস লিগ' প্রতিষ্ঠিত করেন। লাল হরদয়াল এই সংঘের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

- **মর্লে -মিন্টো সংস্কার আইন (১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ): এই আইন বলে মুসলিমদের জন্য পৃথক নির্বাচনে ব্যবস্থা করা হয়।শুধুমাত্র মুসলিমরাই আইনসভায় মুসলিম প্রতিনিধিদের নির্বাচন করতে পারবে এই আইন বলে।**

- **বঙ্গভঙ্গ রদ:** শেষ পর্যন্ত প্রবল গণ-আন্দোলন, জাগ্রত জনমতের চাপ এবং বিরামহীন বৈপ্লবিক কার্যকলাপে ভীত হয়ে সরকার **১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হন।**ভাইসরয় হার্ডিঞ্জ **১৯১১ খ্রিস্টাব্দে ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত করা হয়।**

- **দিল্লি ষড়যন্ত্র মামলা:১৯১২** খ্রিস্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর ভাইসরয় হার্ডিঞ্জ বিশাল শোভাযাত্রা করে যখন রাজধানী দিল্লিতে প্রবেশ করছিলেন, তখন রাসবিহারী বসু-র পরিকল্পনা-মাফিক বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস বড়লাটের উপর বোমা নিক্ষেপ করেন।
- ভাইসরয় গুরুতর আহত হলেও প্রাণে বেঁচে যান ।১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে ১৬ই মার্চ বসন্ত বিশ্বাস-কে গ্রেপ্তার করে দিল্লিতে ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হয় এবং বিচারে তাঁর ফাঁসি হয় (১১ই মে, ১৯১৫ খ্রিঃ)।
- **১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পান ।**

- **গদর দল :** আমেরিকায় ভারতীয় বিপ্লববাদী কার্যকলাপের প্রধান অংশীদার ছিল **১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে সানফ্রান্সিসকো শহরে প্রতিষ্ঠিত 'গদর' দল। 'গদর'কথার অর্থ বিদ্রোহ।** সোহন সিং ভাকনা, মহম্মদ বরকতুল্লা ও লালা হরদয়াল যথাক্রমে এই দলের প্রথম সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন।

- **কোমাগাতামারু ঘটনা** (১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ): মালয় ও সিঙ্গাপুরের ধনী ব্যবসায়ী বাবা গুরুদিৎ সিং 'কোমাগাতামারু' নামে একটি জাপানি জাহাজ ভাড়া করে পূর্বে ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বসবাসকারী ৩৭২ জন পাঞ্জাবিকে নিয়ে কানাডার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে মে জাহাজটি কানাডার ভ্যাঙ্কুভার বন্দরে পৌঁছায়, কিন্তু কানাডা সরকার মাত্র কয়েকজন বাদে কোনও যাত্রীকে সেখানে অবরতণের অনুমতি দেয় না। অবশেষে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে সেপ্টেম্বর জাহাজটি কলকাতার কাছে বজবজে

পৌঁছালে ইংরেজ সরকার জাহাজের সকল আরোহীকে বিশেষ ট্রেনে করে পাঞ্জাবে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। যাত্রীরা এই ব্যাবস্থায় আপত্তি জানালে সামরিক বাহিনী গুলি চালায় এবং সংঘর্ষে ২০ জন শিখের মৃত্যু ঘটে,

- **রাসবিহারীর বসুর নেতৃত্বে ভারতব্যাপী বিদ্রোহের পরিকল্পনা ,১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ**(লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা) : ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি দেশজোড়া এই অভ্যুত্থানের সুচনা হবে। বিপ্লবীরা একযোগে ইংরেজ সেনাদের আক্রমণ করে হত্যা বা বন্দী করবে, সরকারি কোষাগার লুণ্ঠন করবে, জেল ভেঙে বন্দীদের মুক্ত করে দেবে, রেল ও টেলিগ্রাম ব্যবস্থা বিধ্বস্ত করবে এবং স্থানীয় প্রশাসন দখল করে নেবে। কৃপাল সিং নামে জনৈক বিশ্বাসঘাতক পুলিশকে জানিয়ে দেয়। এর ফলে বিদ্রোহের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় এবং ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়। বন্দী বিপ্লবীদের নিয়ে প্রথম লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হয়। মামলার 'এক নম্বর' আসামি রাসবিহারী বসু ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ১১ই মে পি. এন. ঠাকুর ছদ্মনামে জাপানের পথে পাড়ি দেন।
- সহযোগী নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (এম. এন. রায়/মানবেন্দ্রনাথ রায়) সি. মার্টিন নাম নিয়ে ছদ্মবেশে বাটাভিয়া রাওনা হন (১৯১৫ খ্রিঃ, এপ্রিল)।

- **বাঘা যতীন: ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর জার্মানি থেকে অস্ত্র আমদানী করার সময় ইংরেজ পুলিশের সঙ্গে উড়িষ্যার বুড়িবালাম নদী তীরে বাঘা যতীন(যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) ও তাঁর সঙ্গীদের খণ্ডযুদ্ধ হয়। সহযোগী চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুমুখে পতিত হন, বাঘা যতীন বালেশ্বর হাসপাতালে মারা যান।**

- **প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) : ১৯১৪ সালের ২৮ জুন বসনিয়ার রাজধানী সারায়েভো শহরে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ আর্চডিউক ফ্রানৎস ফার্ডিনান্ড এক সার্বিয়াবাসীর গুলিতে নিহত হন। অস্ট্রিয়া এ হত্যাকাণ্ডের জন্য সার্বিয়াকে দায়ী করে এবং ওই বছরের ২৮ জুন সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এ যুদ্ধে দুদেশের বন্ধু রাষ্ট্রগুলো ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়ে।এভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) সূচনা হয়।**

VISIT OUR WEBSITE: WWW.ZEROSUM.IN

গান্ধীজী ও ভারত

- **১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে আসলে ভারতের জাতীয়াবাদী আন্দোলন গান্ধীজীর দ্বারা পরিচালিত হয় । বলা চলে গান্ধীজী ভারতের প্রথম জননেতা ছিলেন । ভারতের প্রত্যেক অঞ্চলের সাধারণ মানুষ গান্ধীজীকে তাঁদের নেতা হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছিল ।**

- **গান্ধীজীর জীবন ২টি ভাগে ভাগ করে নিয়ে আমরা আধুনিক ভারতের ইতিহাস পড়ব । উল্লেখ্য ২০১৮ সালই গান্ধীজীর সার্ধশত জন্মবার্ষিকীর (১৫০তম) বছর ।**

- **প্রথম ভাগ -গান্ধীজীর দক্ষিণ আফ্রিকার জীবন । (১৮৯২-১৯১৪)**
- **দ্বিতীয় ভাগ -গান্ধীজীর ভারতীয় জীবন (১৯১৫ -১৯৪৮)**

- মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে ২রা অক্টোবর গুজরাটের পোরাবন্দরে জন্মগ্রহণ করেন।
- ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইংল্যান্ড থেকে ব্যারিস্টারি পাস করে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং আইন ব্যবস্থা শুরু করেন।
- ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে আইন ব্যবসার উদ্দেশ্যে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার নাটালে যাত্রা করেন এবং সেখানেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের পূত্রপাত হয়।
- এখানে তিনি ভারতীয় ও কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি সাধারণভাবে প্রচলিত বৈষম্যেবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন ।
- **গান্ধীজী নিজেও বর্ণ বৈষম্যের স্বীকার হন ।গান্ধীজীর কাছে ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট থাকা সত্ত্বেও গান্ধীজীকে দক্ষিণ আফ্রিকার পিটারমেরিটজবার্গ স্টেশনে গান্ধীজীকে জোর করে, ধাক্কা মেরে স্টেশনেই নামিয়ে দেওয়া হয়।কারণ সেই সময় ভারতীয় ও কৃষ্ণাঙ্গদের ফার্স্ট ক্লাসে চড়ার অধিকার ছিলনা ।**

- **১৮৯৪ সালে গান্ধী নাটাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংগঠনের মাধ্যমে সেখানকার ভারতীয়দেরকে রাজনৈতিকভাবে সংঘবদ্ধ করেন।**
- **গান্ধীজী ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে জোহেনার্সবার্গে টলস্টয় ফার্ম নামক একটি আশ্রম গড়ে তোলেন ।**

- গান্ধীজীর আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় ত্রাণ আইন বলবৎ করতে বাধ্য হয় । এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর আন্দোলনের অবসান ঘটে ।
- বিখ্যাত ইংরেজ লেখক রাসকিন রচিত 'শেষ পর্যন্ত' ('Unto the Last'), রুশ সাহিত্যিক টলস্টয়-এর 'ঈশ্বরের রাজ্য' ('Kingdom of God') এবং থরো ও এমারসন-এর রচনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি 'সত্যাগ্রহ' সম্পর্কে তাঁর ধ্যান-ধারণা গড়ে তোলেন।
- **দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন ইন্ডিয়ান অপিনিয়ন ও দেশে ফেরার পর ইয়ং ইন্ডিয়া এবং হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায় হরিজন নামক পত্রিকা গুলি গান্ধীজী সম্পাদনা করতেন।**
- 'সত্য ও 'আগ্রহ' অর্থা ৎ সত্যের প্রতি আগ্রই থেকেই 'সত্যাগ্রহ' কথাটি এসেছে। সত্যাগ্রহের মূল ভিত্তি হল সত্য এবং অহিংসা।
- **রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীকে মহাত্মা উপাধি দেন ।নেতাজী তাঁকে জাতির জনক বলে সম্বোধন করেছিলেন ।**
- **গান্ধীজীর রাজনৈতিক গুরু ছিলেন গোপাল কৃষ্ণ গোখলে ।**
- **তাঁর আত্মজীবনীর নাম, সত্যের সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতার গল্প (The Story of My Experiments with Truth)**
- ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে ছেচল্লিশ বৎসর বয়সে বিজয়ী বীররূপে গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে আসেন।

Zero-Sum
u lose

- ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি আমেদাবাদে সবরমতী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন
- ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'কাইজার-ই-হিন্দ' স্বর্ণপদক উপহার দেয়।

- **হোমরুল আন্দোলন ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ :** আয়ারল্যান্ডের অনুকরণে ভারতে হোমরুল আন্দোলনের সূচনা করেন শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ত ও বাল গঙ্গাধর তিলক ।
- **হোমরুল কথাটির অর্থ ইংরেজদের শাসন ব্যবস্থায় থেকে স্বায়ত্তশাসন লাভ**
- **অ্যানি বেসান্ত নিউ ইন্দিয়া ও দি কমন উইল নামক পত্রিকা ও তিলক মারাঠা ও কেশরী নামক পত্রিকার মাধ্যমে এই আন্দোলনের আদর্শ প্রচার করতে থাকেন ।**
- **তিলক এই আন্দোলন চালাতে থাকেন মহারাষ্ট্র ,কর্ণাটক ,বেরার অঞ্চলে ।অ্যানি বেসান্ত আন্দোলন চালাতে থাকেন মাদ্রাজ ও দেশের বাকি অংশে ।**

- **লখনৌতে কংগ্রেস অধিবেশন(১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ) : এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন অম্বিকা চরণ মজুমদার।**

- **১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ লখনৌতে কংগ্রেসের অধিবেশনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে ।**

  ১.লখনৌ চুক্তি(১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ): কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের মধ্যে লখনৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ।এর ফলে কংগ্রেস ও মুসলিমলিগ যৌথভাবে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাতে রাজি হয় ।

  ২. **১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে সুরাট কংগ্রেসে যে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে বিভাজন হয় তাঁরা আবার এক হয়ে যায় লখনৌ অধিবেশনে ।**

- **১৯১৭ -১৮ খ্রিস্টাব্দে গান্ধীজী তিনটি পরপর ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন শুরু করেন ।**

  ১. চম্পারণ সত্যাগ্রহ (১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ): বিহারের চম্পারণে নীলচাষিদের উপর ব্রিটিশ নীলকরদের অমানবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে গান্ধীজী এই আন্দোলন শুরু করেন **।তাঁর সহযোগীরা ছিলেন ব্রজকিশোর প্রসাদ, রাজেন্দ্র প্রসাদ,** মজহরুল হক, আচার্য কৃপালনি ও মহাদেব দেশাই প্রমূখ ।

- **এই আন্দোলন ছিল ভারতে গান্ধীজীর প্রথম আইন অমান্য আন্দোলন(Civil Disobedience Movement)।**

  ২.আহমেদাবাদে শ্রমিক ধর্মঘট (১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ): ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে গুজরাটের আহমেদাবাদের সুতিকলের শ্রমিকরা বেতন বৃদ্ধির জন্য গান্ধীজীর নেতৃত্বে আন্দোলন শুরু করেন । শেষ পর্যন্ত সুতিকলের মালিকরা শ্রমিকদের দাবি মেনে নেয় ।

- **এই আন্দোলনে গান্ধীজী প্রথম অনশনে(Hunger Strike) বসেন এবং অনশনকে রাজনৈতিক হাতিয়ার করে তোলেন ।**

  ৩.গুজরাটের খেদা আন্দোলন(১৯১৮ খ্রি.) - গুজরাটের খেদা জেলায় সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধির প্রতিবাদে গান্ধিজি স্থানীয় কৃষকদের নিয়ে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন। কৃষকদের আন্দোলনের চাপে সরকার নতিস্বীকার করতে বাধ্য হন।

- **এই আন্দোলনে গান্ধীজীর সহযোগী ছিলেন সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল ।গুজরাটের খেদা আন্দোলন গান্ধীজীর প্রথম অসহযোগ আন্দোলন(Non Cooperation) ছিল ।**

- **রাওলাট** Act (The Anarchical and Revolutionary Crimes Act of 1919):

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বিচারপতি লর্ড রাওলাট-এর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্য-র একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি 'রাওলাট কমিটি' বা 'সিডিশন কমিটি' নামে পরিচিত। এই বিলে বলা হয় যে, সন্দেহভাজন যে-কোনও ব্যক্তিকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার করা যাবে, বিনা বিচারে তাদের অনির্দিষ্টকাল বন্দী করে রাখা বা নির্বাসন দেওয়া যাবে।

- **জালিওয়ালানবাগ হত্যাকান্ড (১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে)-** রাওলাট আইনের প্রতিবাদে যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তার চরম পরিণতি দেখা জালিয়ান-ওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডে। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ১৩ই এপ্রিল পাঞ্জাবের দুই জনপ্রিয় নেতা ডঃ সত্য পাল ও ডঃ সৈফুদ্দিন কিচলুর **গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে জালিওয়ালানবাগে সংঘটিত সভায় কর্ণেল রেগিন্যাল্ড ডায়ারের নির্দেশে পুলিশ নৃশংশ হত্যাকান্ড ঘটায়**
- **এই হত্যাকান্ডের পরিবর্তে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাইট উপাধি ত্যাগ করেন ।**
- **১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে উধম সিং সেই সময়কার পাঞ্জাবের লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার মাইকেল ও ডায়ার কে লন্ডনে গুলি করে হত্যা করেন ।(Note : হত্যাকারি কর্ণেল রেগিন্যাল্ড ডায়ার নয়)**
- **ব্রিটিশ সরকার এই ঘটনার তদন্তের জন্য হান্টার কমিশন গঠন করেন ।**

- **মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার বা ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত শাসন আইন** :প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতবাসীর আনুগত্য ও সহযোগিতার প্রতিদান হিসাবে ভারত সচিব অস্টিন চেম্বারলেন ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার কাছে প্রস্তাব করেন যে, ভারতের প্রশাসনে ভারতীয়দের বেশী পরিমাণে অংশগ্রহণ করার দাবি স্বীকার করে নেওয়া উচিত।
- এই রিপোর্টের ভিত্তির ওপর ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট একটি সংস্কার আইন পাস করেন যা মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার বা ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত শাসন আইন নামে পরিচিত।
- এই নতুন সংস্কার আইন অনুসারে কেন্দ্রে দ্বি কক্ষযুক্ত আইন সভা গঠন করা হয়। নিম্নকক্ষের নাম হয় কেন্দ্রীয় আইন সভা (Central Legislative Assembly) ও ঊর্দ্ধতন কক্ষটির নাম হয় রাষ্ট্রীয় পরিষদ (Council of States)। উভয় কক্ষেই নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন করা হয় বটে কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতেই নির্বাচন প্রথা বলবৎ রাখা হয় এবং ভোটাধিকারও সম্প্রসারণ করা হয়।
- অ্যানি বেসান্ত এই আইনকে ইংল্যান্ডের পক্ষে প্রদান ও ভারতবাসীর পক্ষে গ্রহণ 'অপমানজনক' বলে অভিহিত করেন। কিন্তু গান্ধীজীর পরামর্শে কংগ্রেস এই আইন মেনে নেয়।
- কংগ্রেসের নরমপন্থীরা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কংগ্রেস ত্যাগ করে 'ইন্ডিয়ান লিবারেল ফেডারেশন' নামে এক নতুন সংস্থা গঠন করেন। নরমপন্থীরা এই আইনকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং কিছু কিছু সংশোধনের প্রস্তাব দেন।

খিলাফত আন্দোলন :

- ১৯১৯ খ্রি. ভার্সাই চুক্তি এবং ১৯২০ খ্রি. **সেভরের সন্ধিতে তুরস্ক সাম্রাজ্যের খন্ডীকরণ এবং সুলতানের মর্যাদাহানি সারা বিশ্বের মুসলিম সমাজকে আহত করে।**
- সমগ্র বিশ্বের মুসলিম সমাজের ধর্মগুরু তুরস্কের খলিফা বা সুলতানের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই খিলাফত আন্দোলন শুরু হয়।
- **ভারতে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ আলি ও শৌকত আলি নামে দুই ভাই খিলাফত আন্দোলন শুরু করেন ।**
- ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে হিন্দু –মুসলমান ঐক্যের উজ্জ্বল সম্ভাবনা লক্ষ করে গান্ধিজি এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে রাজি হন এবং এই আন্দোলনকে অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেন।
- **গান্ধীজী অল ইন্ডিয়া খিলাফৎ কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন ।**
- ১৯২২ খ্রি. নভেম্বরে তুরস্কের সুলতান চতুর্থ মহম্মদের পদচ্যুতি, খলিফা পদের বিলোপ এবং কামাল পাশার নেতৃত্বে নতুন তুরস্কের ধর্মনিরপেক্ষ সরকার গঠিত হলে খিলাফত আন্দোলন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।
- **অসহযোগ আন্দোলনঃ** ১৯২০ খ্রি. সেপ্টেম্বরে কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার তিনমাস পর ডিসেম্বর নাগপুরে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে অসহযোগে করমসূচি রূপায়ণের প্রস্তাব গৃহীত হয়।
- এক্ষেত্রে আন্দোলন পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব পান **গান্ধীজী** এবং এর ফলে কংগ্রেসের অবিসংবাদী নেতা হিসেবে তাঁর আবির্ভাব ঘটে। সমগ্র দেশে এই আন্দোলোন হিন্দু –মুসলমান ঐক্যের এক অভূতপূর্ণ সম্ভবনা সৃষ্টি করে।
- চৌরিচৌরা **ঘটনা (১৯২২ খ্রিস্টাব্দ):** উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচৌরা গ্রামে 5 ফেব্রুয়ারি ১৯২২খ্রি. শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর পুলিশ গুলি চালায়।এর পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষিপ্ত জনতা থানার ২২ জন পুলিশকে পুড়িয়ে হত্যা করে। এই হিংসাত্মক ঘটনায় মর্মাহত গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেন।
- **১৯২০** খ্রিস্টাব্দে 'অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস' (AITUC) গঠিত হয়।
- **১৯২০** খ্রিস্টাব্দের **৩১** অক্টোবর বোম্বাই –এ অনুষ্ঠিত AITUC –র প্রথম অধিবেশনে সভাপতি হন লালা লাজপত রায় এবং জেনারেল সেক্রেটারি হন দেওয়ান চমনলাল।

- **'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' প্রতিষ্ঠা** : ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নেতৃত্বে রাশিয়ার তাসখন্দে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' প্রতিষ্ঠা করেন।
- মানবেন্দ্রনাথ রায়ের আসল নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। বিপ্লবী কাজ করতে গিয়ে তিনি অসংখ্য ছদ্মনাম গ্রহণ করেন। মি. মার্টিন, মানবেন্দ্রনাথ, হরি সিং, ডা. মাহমুদ ইত্যাদি।
- দ্য ভ্যানগার্ড অব দ্য ইন্ডিয়ান ইনডিপেন্ডেন্স নামক একটি পত্রিকা মানবেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদনা করতেন ।
- ১৯২৫ খ্রি. সত্যভক্তের উদ্যোগ কানপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'। এই দলের প্রথম সাধারন সম্পাদক ছিলেন বোম্বাইয়ের শ্রমিক নেতা এস বি ঘাটে।

- **খিলাফত স্বরাজ পার্টি বা স্বরাজ দল: ১৯২৩** খ্রি. ১ জানুয়ারি চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহরু –র নেতৃত্বে কংগ্রেস খিলাফত স্বরাজ পার্টি বা স্বরাজ দল গঠিত হয়। এই দলের প্রথম সভাপতি হন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও সম্পাদক হন মতিলাল নেহরু।
- কেন্দ্রীয় আইনসভা ১০১ টি আসনের মধ্যে ৪৫ টি আসন লাভ করে। বিরোধী দলনেতা হন –মতিলাল নেহরু।
- ১৯২৫ খ্রি. চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু স্বরাজ্য দলের ভিত্তি দুর্বল করে দেয়।
- **কলকাতা মিউনিসিপ্যাল এক্ট ১৯২৩** খ্রি. : কলকাতা পুরসভায় মেয়র পদের জন্য ভোট গ্রহণ করা হয় ।চিত্তরঞ্জন দাশ কলকাতা পুরসভার প্রথম মেয়র নির্বাচিত হন ।

- **হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন (HSRA): শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জি ১৯২৪ খ্রি. উত্তর প্রদেশে হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন গঠন করেন।**
  পরবর্তীতে চন্দ্রশেখর আজাদের নেতৃত্বে HRA –এর বিপ্লবীরা ফিরোজশাহ কোটলা ময়দানে মিলিত হয় **ভগৎ সিং –এর প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে এই সংগঠনের নামকরণ হয় হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন (HSRA)। এর উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক ভারত গঠন।**

- **'কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলা: ১৯২৫ খ্রি. ৯ আগস্ট রাজেন্দ্রনাথ লাহাড়ী ও রামপ্রসাদ বিসমিলের নেতৃত্বে লখনউ –এর কাকোরি রেল স্টেশনের কাছে বিপ্লবীরা রেল ডাকাতি করে।** ৪৪ জনকে গ্রেফতার করা হয় এবং 'কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলা' শুরু হয়।

- **লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা:** ভগৎ সিং, আজাদ, সুখদেব ও রাজগুরু লাজপত রাইয়ের হত্যাকান্ডে যুক্ত পুলিশ অফিসার স্যান্ডার্সকে ১৯২৮ খ্রি. ১৭ ডিসেম্বর হত্যা করেন।
- **১৯২৯ খ্রি. ৮ এপ্রিল** 'জননিরাপত্তা বিল' ও 'শিল্পে বিরোধ বিল' এর প্রতিবাদে দিল্লির আইনসভায় অধিবেশন চলাকালীন ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত বোমা নিক্ষেপ করেন এবং পুলিশের কাছে ধরা দেন।
- **বোমা নিক্ষেপ কালে** ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত **'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'(বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক'), 'সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক' শ্লোগান দেন ।**
- পুলিশ HSRA –এর সদস্যদের গ্রেফতার করে 'লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা' শুরু করে (দ্বিতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা)।
- লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার রায় প্রকাশিত হয়, **১৯৩০ খ্রি. ৭ অক্টোবর এবং ১৯৩১ খ্রি. ২৩ মার্চ ভগৎ সিং, সুখদেব ও রাজগুরুর ফাঁসি হয়।**
- ১৯৩১ খ্রি. ২৭ ফেব্রুয়ারি আলফ্রেড পার্কে পুলিশের সঙ্গে লড়াই চলাকালীন চন্দ্রশেখর আজাদের মৃত্যু হয়।
- **ভগৎ সিং এর আত্মজীবনীর নাম,"কেন আমি নাস্তিক"(Why I am an Atheist)**

সাইমন কমিশন

- **শাসন সংস্কারের উদ্দেশ্যে ১৯২৭ খ্রি. ৪ নভেম্বর সাতজন সদস্য নিয়ে ভারতসচিব লর্ড বার্কেনহেড 'সাইমন কমিশন' গঠন করেন।** এই কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হন স্যার জন সাইমন এবং এখানকার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন **ক্লিমেন্ট এটলি যিনি পরবর্তীকালে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হন (স্বাধীনতার সময়কালে)।**
- **এই কমিশনে কোনো ভারতীয় সদস্য না থাকায় সারা ভারতে সাইমন কমিশন –বিরোধী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল।**
- **সাইমন কমিশনের সদস্যবৃন্দরা ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ৭ ফেব্রুয়ারি বোম্বাই –এ আসেন।**

- **১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে ৩০ অক্টোবর সাইমন বিরোধী মিছিল (লাহোরে) নেতৃত্ব দিতে গিয়ে লালা লাজপত রায় পুলিশের লাঠির আঘাতে গুরুতর আহত হন এবং ১৭ নভেম্বরে তাঁর মৃত্যু হয়।**
- **লালা লাজপত রায়কে পাঞ্জাব কেশরীকে বলা হত ।**
- **তাঁর লিখিত বিখ্যাত গ্রন্থ গুলি হল- England's Debt to India, Unhappy India.**

- **১৯২৮ সালের বরদৌলি সত্যাগ্রহ করেন সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল ।**

নেহরু রিপোর্ট

- **১৯২৮ খ্রি. ১৯ মে বোম্বাইতে সর্বদলীয় সম্মেলনে ভারতের সংবিধান রচনার জন্য মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে 'নেহরু –কমিটি' গঠন করা হয়।**
- ভারতসচিব বার্কেনহেদের ভারতবাসীর যোগ্যতা সম্পর্কে অপমানজনক মন্তব্যের জবাব দেওয়ার উদ্দেশ্যে আগস্টে (২৮ – ৩১) লখনউতে সর্বদলীয় সম্মেলনের পূর্ণ অধিবেশনে নেহরু রিপোর্ট পেশ করা **হয়।সংবিধানের খসড়াটি মূলত রচনা করেন মতিলাল নেহরু ও তেজবাহাদুর সাপ্রু।**
- **জিন্নার ১৪ দফা নীতি-১৯২৯ খ্রি. ২৮ মার্চ দিল্লিতে মুসলিম লিগের বার্ষিক অধিবেশনে জিন্নার ২১৪ দফা নীতি২ পেশ করা হয় এবং নেহরু রিপোর্টের বিরোধিতা করা হয়।**

লাহোর কংগ্রেস(১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ) ও পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ :

- **এর আগে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র বসু ও জহরলাল নেহেরু প্রথম পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি করেন ।**
- নেহরু রিপোর্ট কার্যকরী করার শেষ দিন ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ৩১ শে ডিসেম্বর। **ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে রাভী (ইরাবতী) নদীর তীরে জওহরলাল নেহরু স্বাধীনতার প্রতীক ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করেন।** তিনি ঘোষণা করলেন যে, জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য-'পূর্ণ স্বরাজ' অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন।

২৬ শে জানুয়ারি 'স্বাধীনতা দিবস':

- **১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ২রা জানুয়ারি কংগ্রসের নবগঠিত কার্যনির্বাহক কমিটির বৈঠকে স্থির হয় যে, যতদিন না জাতি 'পূর্ণ স্বাধীনতা' অর্জন করে, ততদিন প্রতি বছর ২৬ শে জানুয়ারি 'স্বাধীনতা দিবস' হিসেবে পালিত হবে।**
- **১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ শে জানুয়ারি সারাদেশে স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়, সর্বত্র ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করা হয়।**

- **স্বাধীন ভারতে এই দিনটি প্রজাতন্ত্র দিবস হিসেবে পালিত হয়।**

- **মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা:** ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে মুজাফফর আহমেদ, এস এ ডাঙ্গে, মিরাজকর, পি সি যোশি, গঙ্গাধর অধিকারী, ধরনী গোস্বামী, বেঞ্জামিন ব্রাডলি প্রমুখ 33 জন কমিউনিস্ট নেতাকে গ্রেফতার করে শুরু হয় মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা।
- **১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে :** ফজলুল হক –র উদ্যোগে বাংলায় কৃষক –প্রজা পার্টি স্থাপিত হয়। **ফজলুল হক কে শের-ই-বাংলা নামে ডাক হত । তিনি ছিলেন অবিভক্ত বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী (১৯৩৭ - ১৯৪৩)**

- **চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন-১৯৩০** খ্রি. ১৮ এপ্রিল মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে 'ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি' –র সদস্যরা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন করে। এই অস্ত্রাগার লুন্ঠনের সঙ্গে যুক্ত কিছু বিপ্লবী ছিলেন নির্মল সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, গনেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল, কল্পনা দত্ত, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার প্রমুখ।
- **জালালাবাদের যুদ্ধঃ ১৯৩০ খ্রি. ২২ এপ্রিল জালালাবাদ পাহাড়ে পুলিশের সঙ্গে বিপ্লবীদের যুদ্ধে ১১ জন বিপ্লবী ও ৬৪ জন পুলিশ নিহত হন।**
- **১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারি মধ্যরাতে সূর্য সেনকে ফাঁসি দেওয়া হয় ।**

- **ইউরোপীয় ক্লাবে আক্রমণঃ ১৯৩২ খ্রি. ২২ সেপ্টেম্বর** প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দার –এর নেতৃত্বে চট্টগ্রামের একটি ইউরোপীয় ক্লাবে বিপ্লবীরা আক্রমণ চালিয়ে একজন সাহেবকে হত্যা করে। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ওই দিনই বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন।

- **রাইটার্স বিল্ডিং –এ অলিন্দ যুদ্ধঃ** **১৯৩০ খ্রি. ৮ ডিসেম্বর তিন বিপ্লবী বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত (বি.বা.দি) রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণ করে কারা** –বিভাগের অধিকর্তা সিম্পসনকে হত্যা করেন এবং পুলিশের সঙ্গে অলিন্দ যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। বাদল গুপ্ত পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন। **বিনয় ও দীনেশ নিজেদের গুলি করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। হাসপাতালে বিনয় বসুর মৃত্যু হয় এবং দীনেশের ফাঁসি হয় (৭ জুলাই ১৯৩১)।**

- **সুভাষচন্দ্র বসুর শিক্ষাগুরু বেণীমাধব দাশের কনিষ্ঠা কন্যা বীণা দাস ১৯৩২ খ্রি. ৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে গভর্নর জ্যাকসনকে গুলি করেন।**

গান্ধীজীর আইন অমান্য আন্দোলন -ডান্ডি অভিযান- লবন সত্যাগ্রহ আন্দোলন

- **গান্ধীজী ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১২ মার্চ গুজরাটের সবরমতী আশ্রম থেকে ৭৯ জন সত্যাগ্রহীকে নিয়ে ডান্ডি অভিযান শুরু করেন।**
- **২৪ দিন পর ২৪০ মাইল অতিক্রম করে ডান্ডিতে ৬ এপ্রিল গান্ধীজী 'লবণ আইন' ভঙ্গ করে আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা করেন।**

- **সীমান্ত গান্ধি:উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খান আবদুল খানের নেতৃত্বে পেশোয়ারে আইন অমান্য আন্দোলন সংঘটিত হয় ।**

- খান আবদুল গফফর খানের তৈরি দলের নাম ছিল খুদা –ই খিদমৎগার (ঈশ্বরের সেবক) বা লাল কোর্তা দল। তিনি 'সীমান্ত গান্ধি' নামে পরিচিত হন।

- **১৯৩১ খ্রি. ৫ মার্চ** গান্ধি –আরউইন চুক্তির মাধ্যমে গান্ধিজি প্রথম পর্বের **আইন অমান্য** আন্দোলন স্থগিত রাখেন।

গোল টেবিল বৈঠক:

- **শাসন তান্ত্রিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত লন্ডনে তিনটি গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।**
- **১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম গোল টেবিল বৈঠকে কংগ্রেস অনুপস্থিত থাকে । ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে কংগ্রেস প্রথম যোগদান করে ।কংগ্রেসের হয়ে গান্ধীজী এই বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করেন ।**
- **১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় ও শেষ গোল টেবিল বৈঠকে কংগ্রেস আর যোগদান করে নি।**

- **সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা : ১৯৩২ খ্রি. ১৬ আগস্ট ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রেমসে ম্যাকডোনাল্ড সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতি ঘোষণা করেন।**
- এর বিরুদ্ধে গান্ধীজী ২০ সেপ্টেম্বর থেকে যারবেদা জেলে আমরণ অনশন শুরু করেন।

- **পুনা চুক্তিঃ হিন্দু ধর্মের মধ্যে বিভেদ ঠেকাতে আম্বেদকর ও গান্ধীজীর মধ্যে ১৯৩২ খ্রি. ২৫ সেপ্টেম্বর পুনা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ।**
- পুনা চুক্তির পরই গান্ধিজি হরিজনদের উন্নতিসাধনে এবং অস্পৃশ্যতা –বিরোধী আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন এবং **১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে গান্ধিজি সর্বভারতীয় হরিজন সভা গঠন করেন।**
- ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে গান্ধীজী হরিজন নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং দেশ জুড়ে হরিজন যাত্রা শুরু করেন ।

- **১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম ছাত্র চৌধুরি রহমৎ আলি প্রথম পৃথক পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবি জানায় ।**
- **১৯৩৪** বোম্বাইয়ে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দলের সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত হন জয়প্রকাশ নারায়ণ।

- **ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫: যুক্ত রাষ্ট্রিয় শাসন ব্যবস্থা(Federal Government) গড়ে তোলা হয় ।**

- **রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া স্থাপন: ১ এপ্রিল, ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া গঠন করা হয়**
- ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া স্থাপিত হয়েছিল **হিলটন ইয়াং কমিশনের সুপারিশ ক্রমে।**
- **রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় কার্যালয় প্রথমে কলকাতায় স্থাপন করা হলেও ১৯৩৭ সালে তা স্থায়ীভাবে বোম্বাইতে (অধুনা মুম্বই) স্থানান্তরিত করা হয়।**
- **১৯৪৯ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত্বকরণের পর ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণতই ভারত সরকারের হাতে চলে যায়।**

- ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেস নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে এবং ৬টি প্রদেশে মন্ত্রীত্ব গঠন ও অন্য দুটি প্রদেশে মন্ত্রীত্ব গঠনের মাধ্যেমে নিজ কতৃত্ব স্থাপন করে ছিল ।
- **বাংলায় কৃষক প্রজা পার্টি মন্ত্রীত্ব গঠন করে ।**ফজলুল হক **অবিভক্ত বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী (১৯৩৭ - ১৯৪৩) হন** ।

- **কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনে :** ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়।

- **ফরোয়ার্ড ব্লক দলের প্রতিষ্ঠা: ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরি কংগ্রেসে পুনরায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে সভাপতি নির্বাচিত হয় । কিন্তু গান্ধীজীর সাথে মনোমালিন্য হওয়ায় সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস ত্যাগ করে ফরোয়ার্ড ব্লক দলের প্রতিষ্ঠা করেন ।**

'আগস্ট বা লিনলিথগো প্রস্তাব -

- **১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ শুরু হলে ভারতীয় দের কাছে টানার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ৮ আগস্ট 'আগস্ট বা লিনলিথগো প্রস্তাব'** ঘোষণা করেন।এতে ভবিষ্যতে ভারতকে স্বায়ত্তশাসনের মর্যাদা বা ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস দেওয়ার বিষয়ে বিবেচনা করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় ।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু

- **১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ৫ ডিসেম্বর থেকে অসুস্থতার কারণে তাঁকে নিজ বাসভবনে অন্তরীণ রাখা হয়।**
- **১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি জিয়াউদ্দিনের ছদ্মদেশে তিনি কলকাতা ত্যাগ করেন এবং পুলিশকে এড়িয়ে বিদেশে পৌঁছান।**
- ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জার্মান যুদ্ধবন্দি এবং ভারতীয় সেনাদের নিয়ে 'স্বাধীন ভারতীয় লিজিয়ন'নামক একটি সেনাদল গঠন করেন।
- **এই সেনাদল তাঁকে ' নেতাজি' অভিধায় ভূষিত করে। এই দলের সেনাদের একে অপরকে অভিবাদন জানানোর জন্য স্লোগান ছিল 'জয়হিন্দ'।**
- **১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে. ১৫ জুন রাসবিহারী বসুর সভাপতিত্বে 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ' গঠিত হয়।**
- এই সভাতে সুভাষচন্দ্র বসুকে জার্মানি থেকে জাপানে আসার আহ্বান জানানো হয়।
- **১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে. ১ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে রাসবিহারী বসু আনুষ্ঠানিকভাবে আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন করেন। এই বাহিনীর প্রধান ছিলেন মোহন সিং।**
- ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে. ১৩ জুন সুভাষচন্দ্র বসু টোকিও পৌঁছায় এবং জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো তাঁকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্যের আশ্বাস দেন।
- ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে. ৪ জুলাই সিঙ্গাপুরে রাসবিহারী বসু নেতাজির হাতে 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেস লিগ' এর দায়িত্বভাব তুলে দেন।

- **নেতাজি ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে. ২৫ আগষ্ট আনুষ্ঠানিকভাবে 'আজাদ হিন্দ বাহিনী'-র নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং আজাদ হিন্দ ফৌজকে গান্ধি ব্রিগেড, নেহরু ব্রিগেড, আজাদ ব্রিগেড, ঝাঁসির রানি ব্রিগেড (নেতৃত্ব লক্ষ্মী স্বামীনাথন) সুভাষ ব্রিগেড ও বাল – সেনাদল নামক বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেন।**
- **১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে ২১ অক্টোবর নেতাজি 'আজাদ হিন্দ সরকার' (সিঙ্গাপুরে) প্রতিষ্ঠা করেন।**
- **১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ৬ নভেম্বর জাপান সরকার নেতাজির হাতে আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জের দায়িত্বভার তুলে দেয়। ৩১ ডিসেম্বর নেতাজি আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জের নাম রাখেন যথাক্রমে 'শহিদ' ও স্বরাজ' দ্বীপ।**
- **তাঁর আন্দোলনের মূল স্লোগান ছিল 'দিল্লি চলো' ও 'তোমার আমায় রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।**
- ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ৬ এপ্রিল আজাদ হিন্দ বাহিনী কোহিমা দখল করে এবং ভারতীয় সীমানার ১৫০ কিমি পর্যন্ত অগ্রসর হয়। কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয়, প্রতিকূল পরিবেশ, জাপানের আত্মসমর্পণ প্রভৃতি সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ বাহিনীর পরাজয় সুনিশ্চিত করে। খাদ্য, সরঞ্জামের অভাব এবং জাপানি সাহায্য বন্ধ হওয়ার দরুন দিশেহারা আজাদ হিন্দ ফৌজ অবশেষে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়।
- **অনেকের মত অনুযায়ী, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ১৮ আগষ্ট তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু হয়।**

ক্রিপস মিশন

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারত বাসীর পূর্ণ সহযোগিতা লাভের আশায় ব্রিটিশ **প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার সদস্য ও আইনজ্ঞ স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের নেতৃত্বে ক্রিপস মিশন নামক একটি প্রতিনিধি দল ভারতে পাঠান ।**
- ক্রিপস মিশনের সদস্য হিসেবে ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার সদস্য ও আইনজ্ঞ স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস, স্যার পেথিক লরেন্স, এ ভি অলেকজান্ডার ভারতে আসেন।
- **১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চ ক্রিপস মিশনের সদস্যরা দিল্লিতে পৌঁছান।**
- তাঁদের প্রধান প্রস্তাব ছিল যুদ্ধের পর ভারতকে 'ডেমিনিয়ন' –এর মর্যাদা প্রদান করা হবে এবং যুদ্ধের শেষে ভারতীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সংবিধান সভা গঠন করা হবে।
- **গান্ধীজী ক্রিপস প্রস্তাবকে 'একটি ফেল করা ব্যাংকের চেক'(A post dated cheque on a crushing bank) –এর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন ।**

‘ভারত ছাড়ো আন্দোলন(৯ আগস্ট,১৯৪২)/আগস্ট ক্রান্তী:

- **১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ২৬ এপ্রিল ‘হরিজন’ পত্রিকায় গান্ধীজী প্রথম ‘ভারত ছাড়ো’র পরিকল্পনা পেশ করেন।**
- এই আন্দোলনের স্লোগান ছিল করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে(Do or Die)। তিনি বলেন, ‘পূর্ণ স্বাধীনতা অপেক্ষা কম কোনো কিছুতেই আমি সন্তুষ্ট হব না’।

- ৯ আগস্ট গান্ধীজী,জহরলাল নেহরু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, যে বি কৃপালিনী গ্রেফতার হন এবং জাতীয় কংগ্রেসকে বেয়াইনি ঘোষণা করা হয়।
- **তখন** ‘ভারতছাড়ো’ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন –অরুণা আসফ আলি (বোম্বে), শ্রীকৃষ্ণ নায়ার ও যুগল কিশোর (দিল্লি) এবং জয়প্রকাশ নারায়ণ ও রামনন্দন মিশ্র (বিহার)।

- বাংলার তমলুকে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার গঠিত হয়। বিদ্যুৎ বাহিনী এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহন করে। এই সরকারের সর্বাধিনায়ক ছিলেন সতিশচন্দ্র সামন্ত।
- ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে গান্ধীবুড়ি নামে খ্যাত মাতঙ্গিনী হাজরা পুলিশের গুলিতে নিহত হন ।
- 1944 খ্রিস্টাব্দের 5 মে গান্ধীজী ‘ভারতছাড়ো’ আন্দোলন প্রত্যাহার করেন।

- **রাজাজি ফর্মুলা:** ভারত বিভাগ রোধ করতে মুসলিম লিগের অধিকাংশ দাবি মেনে নিয়ে **1944** খ্রি. মার্চে চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারি, সি আর ফর্মুলা বা রাজাজি সূত্র পেশ করেন।

- দেশাই ঘোষণা: ভুলাভাই দেশাই ও লিয়াকত আলির মধ্যে পেশোয়ারে অন্তবর্তী সরকারে যোগদান সম্বন্ধে আলোচনা চলার পর **১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ২২ এপ্রিল ‘দেশাই ঘোষণা’ হয়।**

VISIT OUR WEBSITE: WWW.ZEROSUM.IN

ওয়াভেল পরিকল্পনা

- **ভারত বিভাগ রুখতে বড়লাট লর্ড আর্চিবল্ড ওয়াভেল ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ১৪** জুন কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের কাছে 'ওয়াভেল পরিকল্পনা' পেশ করেন।

- **সিমলা বৈঠক:** লর্ড ওয়াভেল **১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ২৫** জুন তাঁর পরিকল্পনার ভিত্তিতে আলোচনার জন্য সিমলায় এক সর্বদলীয় বৈঠক আহ্বান করেন। এই বৈঠক চলে ২৫ জুন থেকে ১৪ জুলাই পর্যন্ত।
- কংগ্রেসের পক্ষে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও মুসলিম লিগের পক্ষ থেকে মহম্মদ আলি জিন্না এই বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করেন।

- **নৌ বিদ্রোহ(১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ):১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি বোম্বের 'তলোয়ার' জাহাজে নৌবিদ্রোহের সূচনা হয়। নাবিকরা 'রয়েল ইন্ডিয়ান নেভি'র নাম রাখেন 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল নেভি'।**

মন্ত্রী মিশন

- ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী **ক্লিমেন্ট এটলি ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ** পার্লামেন্টে ভারতের স্বাধীনতা বিষয়ক আলোচনার জন্য ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার তিন সদস্যকে ভারতে পাঠানোর পরিকল্পনা ঘোষণা করেন।
- **১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ২৪ মার্চ মন্ত্রী মিশনের সদস্যরা দিল্লিতে এসে পৌঁছান।** এই মিশনের সদস্যরা ছিলেন ভারত সচিব স্যার পেথিক লরেন্স (সভাপতি), বাণিজ্যসভার সভাপতি স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস, নৌবাহিনীর প্রধান এ ভি আলেকজান্ডার।

- **গণ পরিষদ বা সংবিধান সভা: ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাবে গণ পরিষদ বা সংবিধান সভা গঠিত হয় ।**গণ পরিষদে কংগ্রেস প্রায় ৭০% আসন দখল করে।

- **১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর দিল্লিতে গণ পরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। রাজেন্দ্র প্রসাদ কে গণ পরিষদের স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত করা হয় । এই সভায় সংবিধান রচনার জন্য একটি খসড়া কমিটি গঠন করা হয় । এই কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন ড: বি আর আম্বেদকর ।**

- **পৃথক পাকিস্থানের দাবি: ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই –এ সংবিধান সভার নির্বাচনে কংগ্রেস বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।** মুসলিম লিগ জিন্নার নেতৃত্বে অন্তবর্তী সরকার গঠনের পরিবর্তে পৃথক পাকিস্থানের দাবিতে সোচ্চার হয়।
- অপরপক্ষে বড়োলাট ওয়াভেল ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ আগস্ট জওহরলাল নেহরুকে মন্ত্রীসভা গঠনের আহ্বান **জানালে ক্ষিপ্ত জিন্না ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেন।**
- ৫ দিন ধরে (১৬ – ২০ আগস্ট) নির্বিচারে হত্যা, লুন্ঠন, ধর্ষণ, দাঙ্গা চলে (গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং)। প্রচুর মানুষ এর ফলে নিহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হন।

মাউন্টব্যাটেন প্রস্তাব

- **১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৩ জুন ভারতের শেষ ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটন ভারত ভাগের পরিকল্পনা স্বরূপ মাউন্টব্যাটেন প্রস্তাব ঘোষণা করেন।**

Zero-Sum
you w b s e

ভারত স্বাধীনতা আইন,১৯৪৭

- **১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ৪ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারত স্বাধীনতা আইন পাস হয় এবং এই আইন বলে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট 'পাকিস্তান' এবং ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে।**

- পাকিস্তান পশ্চিম পাঞ্জাব ও পূর্ব বাংলা লাভ করে। বেলুচিস্থান, সিন্ধু এবং উত্তর –পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তান সাথে সংযুক্ত হয়।
- পূর্ব –বাংলার নামকরণ হয় পূর্ব পাকিস্তান।
- **১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হয় এবং বাংলাদেশ নামকরণ** হয়।
- **বার্মা ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৪ জানুয়ারি এবং সিংহল ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৪ ফেব্রুয়ারি স্বাধীনতা অর্জন করে।**

- **১৯৪৯-এর ২৬ শে নভেম্বর গণ- পরিষদে সংবিধানটি গৃহীত হয়।**
- **১৯৫০-এর ২৬ শে জানুয়ারি থেকে ভারতের সংবিধান কার্যকারী হয়। এই দিনটি ভারতের 'সাধারণতন্ত্র দিবস' হিসেবে চিহ্নিত। এই সংবিধান তৈরি করতে মোট সময় লাগে ২ বছর ১১ মাস ১৭ দিন।**
- **১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ২২ শে জুলাই ভারতীয় গণ-পরিষদ ভারতীয় জাতীয় পতাকা অনুমোদিত করে।**
- **১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ২৫৪ শে জানুয়ারি ভারতীয় সংবিধান সভা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর "জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে" গানটির প্রথম স্তবকটিকে ভারতের জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণ করেছে। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ২৭ শে ডিসেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনেই পাঁচটি স্তবকে রচিত এই সংগীতটি সর্বপ্রথম গীত হয়।**
- **'জনগণমন-অধিনায়ক' ছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত ' আনন্দমঠ' উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত " বন্দে মাতরম" সংগীতের প্রথম স্তবকটিও জাতীয় সংগীতের মর্যাদা-ভুক্ত।**

গভর্নর-জেনারেল

- **বাংলার প্রথম গভর্নর** - লর্ড ক্লাইভ -১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দ
- **বাংলার প্রথম গভর্নর জেনারেল** - ওয়ারেন হেস্টিংস -১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দ
- **ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল-** লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক-১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ
- **ভারতের শেষ গভর্নর জেনারেল**- লর্ড ক্যানিং -১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ
- **ভারতের প্রথম ভাইসরয়** - লর্ড ক্যানিং -১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ
- **ভারতের শেষ ভাইসরয়** -মাউন্ট ব্যাটেন -১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ
- **স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল** - মাউন্ট ব্যাটেন-১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ
- **স্বাধীন ভারতের শেষ গভর্নর জেনারেল** -চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী-১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ

ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল এবং ভাইসরয়

লর্ড ক্লাইভ	1. **বাংলার প্রথম গভর্নর লর্ড ক্লাইভ দুটি পূর্বে এই পদে নিযুক্ত ছিলেন।** 2. **১৭৫৭ খ্রি. সিরাজউদদৌলাকে পলাশির যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন।** 3. **১৭৬৫ খ্রি. বাংলায় দ্বৈত শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেন।**
ওয়ারেন হেস্টিংস	1. **বাংলার শেষ গভর্নর এবং বাংলার প্রথম গভর্নর-জেনারেল ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস।** 2. **ওয়রেন হেস্টিংস ১৭৭২ খ্রি. দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটান।** 3. **তাঁর আমলে ১৭৭৪ খ্রি. কলকাতায় সুপ্রিমকোর্ট স্থাপিত** হয়। স্যার এলিজা ইম্পে সুপ্রিমকোর্টর প্রথম প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন। 4. **১৭৮৪ খ্রি. স্যার উইলিয়াম জোনস এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপন করেন।** 5. **গীতা ও হিতোপদেশ-এর ইংরেজি অনুবাদ করেন উইলকিনসন।** 6. **১৭৭৫ খ্রি. মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি হয়। এই ঘটনাকে 'Judicial murder' আখ্যা দেওয়া হয়।**
লর্ড কর্নওয়ালিস	1. **১৭৯৩ খ্রি. ২২ মার্চ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করা হয়।** 2. এ ছাড়াও তিনি সূর্যাস্ত আইন প্রবর্তন করেন। 3. ১৭৯৩ খ্রি. 'কর্নওয়ালিস কোড' সংকলিত হয়। 4. তিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের প্রবর্তন করেন। এই কারণে কর্নওয়ালিসকে **'ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের জনক'** বলা হয়।
লর্ড ওয়েলসলি	1. **তিনি অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি** প্রবর্তন করার জন্য বিখ্যাত ছিলেন।১৭৯৮ খ্রি. **হায়দ্রাবাদের নিজাম** প্রথম অধীনতামূলক মিত্রতা নীতিতে স্বাক্ষর করেন।
লর্ড মিন্টো (প্রথম)	**১৮১৩ খ্রি. সনদ আইন (চার্টার অ্যাক্ট) পাস হয়।** এই আইনের দ্বারা **ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার খর্ব করা হয়** এবং ভারতে শিক্ষাখাতে প্রতি বছর ১ লক্ষ টাকা ব্যয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়।
লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক	1. তিনি বাংলার **শেষ এবং ভারতের প্রথম গভর্নর-জেনারেল ছিলেন।** 2. **১৮২৯ খ্রি. ১৭ নং রেগুলেশন আইন পাসের মাধ্যমে সতীদাহ** প্রথা রদ করা হয়। 3. ১৮৩০ খ্রি. উইলিয়াম স্লিম্যানের নেতৃত্বে ঠগীদের দমন করা হয়। **১৮৩১ খ্রি. কোল বিদ্রোহ সংঘটিত** হয়। 4. **১৮৩৫ খ্রি. মেকলে শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কারের উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিক 'মেকলে মিনিট'** প্রকাশ করেন এবং উচ্চ মাধ্যমিক **শিক্ষায় ইংরেজ ভাষায় স্বীকৃতি** পায়।

	5. উচ্চ আদালতে **ইংরেজি ও নিম্ন আদালতে ফারসি ভাষা** স্বীকৃত হবে বলে ঘোষিত হয়।
চার্লস মেটকাফ	1. দেশীয় সংবাদপত্রের উপর আরোপিত বাধানিষেদ প্রত্যাহার করেন। 2. তাঁকে **'Liberator of Press'** বলে অভিহিত করা হয়।
লর্ড এডেনবরো	**1.** 1843 খ্রি. দাস প্রথার অবসান ঘটে।
লর্ড ডালহৌসি	1. **১৮৫৫ খ্রি. সাঁওতাল বিদ্রোহ** সংঘটিত হয়। 2. স্বত্ববিলোপ নীতির মাধ্যমে তিনি সাতার (১৮৪৮,ঝাঁসি (১৮৫৩ খ্রি.), নাগপুর (১৮৫৪ খ্রি.) অধিকার করেন। 3. **চার্লস উড ১৮৫৪ খ্রি. শিক্ষা-সনহক্রান্ত উডের ডেসপ্যাচ** প্রকাশ করেন। এটিকে ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থায় 'ম্যাগনা কার্টা২ বলা হয়। 4. **১৮৫৩ খ্রি. প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে সিভিল সার্ভিসে** নিয়োগ শুরু হয়। এর পাশাপাশি ১৮৫৩ খ্রি. চার্টার অ্যাক্ট পাস করা হয়। তাঁর সময়কালে রুড়কিতে প্রথম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ 'থমসন কলেজ ফর ইঞ্জিনিয়ারিং২ স্থাপিত হয়। 5. **১৮৫৩ খ্রি. বোম্ব থেকে থানে পর্যন্ত ভারতে প্রথম রেলপথ স্থাপিত হয়।** দ্বিতীয় রেলপথ প্রবর্তন করা হয় কলকাতা ও রানিগঞ্জের মধ্যে। 6. **তাঁর আমলে সিমলাকে গ্রীষ্মকালীন রাজধানী করা হয় এবং তিনি সামরিক হেডকোয়ার্টার সিমলায় স্থানান্তরিত করেন।** 7. **ভারতে প্রথম পূর্ত বিভাগ (PWড়) স্থাপন করেন।** 8. **ভারতে প্রথম** টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপিত হয় কলকাতা ও আগ্রার মধ্যে। 9. **১৮৫৬ খ্রি. বিধবাবিবাহ আইন পাস হয়।**
লর্ড ক্যানিং	**1. ভারতের শেষ গভর্নর-জেনারেল ও প্রথম ভাইসরয় ছিলেন লর্ড ক্যানিং।** 2. তাঁর সময়কালে ১৮৫৭ খ্রি. মহাবিদ্রোহের সূচনা হয়। 3. **১৮৫৭ খ্রি. কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বেতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়** (লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের মডেল অনুসারে)। **4.** প্রথম ভাইসরয় লর্ড ক্যানিংয়ের সময়কালে ব্রিটেনের মহারানির ঘোষণাপত্র এবং গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট অনুসারে ভারতে **ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে।** **5. ১৮৫৮ খ্রি. ইন্ডিয়ান পেনাল কোড বিধিবদ্ধ করা হয়।** 6. ১৮৫৯ খ্রি. স্বত্ববিলোপ নীতির বিলোপসাধন করা হয়। **7. ১৮৫৯-৬০ খ্রি. নীল বিদ্রোহ হয়।** 8. ১৮৬১ খ্রি. ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট পাস হয়। 9. **১৮৬১ খ্রি.** ইন্ডিয়ান হাইকোর্ট অ্যাক্টের মাধ্যমে পরে **কলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজে**

	হাইকোর্ট গঠনের কথা বলা হয়।
লর্ড মেয়ো	1. ১৮৭০ খ্রি. মেয়ো-র **রেজোলিউশনের মাধ্যমে ভারতে অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণের সূচনা হয়।** 2. **১৮৭১ খ্রি. ভারতের ইতিহাসের প্রথম সেনসাস হয়।** 3. **তিনি স্ট্যাটিসটিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া (১৮৭২ খ্রি.) স্থাপন করেন।** 4. **তিনি ভারতের প্রথম ভাইসরয় যাঁকে কার্যরত অবস্থায় আন্দামানে অভিযুক্তদের পরিদর্শনকালে শের আলি হত্যা করেন (১৮৭২ খ্রি.)।**
লর্ড নর্থব্রুক	**১৮৭৬ খ্রি. নাট্যভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন প্রবর্তন করেন।**
লর্ড লিটন	1. ভারতের ইতিহাসের সবচেয়ে কুখ্যাত গভর্নর জেনারেল রূপে পরিচিত। 2. তিনি **'দেশীয় সংবাদপত্র নিবারণী আইন' বা 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' (১৮৭৮ খ্রি.) পাস করেন। এই আইনের মাধ্যমে ভারতীয়দের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা** কেড়ে নেওয়া হয়। 3. **তিনি ১৮৭৮ খ্রি. অস্ত্র আইন প্রবর্তন করেন।** এই আইনে বিনা লাইসেন্সে ভারতীয়দের অস্ত্র রাখা নিষিদ্ধ করা হয়। 4. **সিভিল সার্ভিসে বসার ঊর্ধ্বসীমা ২১ থেকে কমিয়ে ১৯ করা হয়।** স্ট্যাটুইটারি সিভিল সার্ভিসের সূচনা করেন।
লর্ড রিপন রিপন একমাত্র ভাইসরয় যিনি ভারতীয়দের মধ্যে বিশেষভাবে জনপ্রিয় হন।	1. ১৮৮২ খ্রি. **হান্টার কমিশন** গঠিত হয়। 2. **সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ঊর্ধ্বসীমা ১৮ থেকে ২১ করা হয়।** 3. লর্ড মেয়োর অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ নীতির সম্প্রসারণ ঘটান। 4. **১৮৮১ খ্রি. শিশুশ্রমিকদের কল্যাণে প্রথম কারখানা আইন পাস করেন।** 5. **তিনি ১৮৮২ খ্রি. ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট বাতিল করেন।** 6. গড়ে তোলার বিষয়টি তাঁর সময়কালের স**১৮৮২ খ্রি. গৃহীত রেজোলিউশনে ভারতে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন** র্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ছিল। তাই তাঁকে **ভারতীয় 'স্থানীয়স্বয়ত্বশাসনের জনক' বলা হয়।** 7. **ইলবার্ট বিলঃ** তৎকালীন সময়ে ভারতীয় বিচারকরা ইউরোপীয়দের বিচার করার অনুমতিপ্রাপ্ত ছিলেন **না। ১৮৮৩ খ্রি. সি. পি. ইলবার্টের নেতৃত্বে রিপন ঘোষিত ইলবার্ট বিল অনুসারে** এই বৈষম্য দূর করার চেষ্টা করা হয়। 8. **১৮৮১ খ্রি. থেকে নিয়মিত ১০ বছর অন্তর সেনাসাস শুরু হয়**
লর্ড ডাফরিন	(1) তাঁর সময়কালে 1885 খ্রি. **ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়** এবং তিনি কংগ্রেসকে 'আণুবীক্ষনিক সংখ্যালঘু' বলে ব্যঙ্গ করেন।
লর্ড ল্যান্সডাউন	1. **১৮৯১ খ্রি. 'Age of Consent Act' পাস করে অনূর্ধ্ব ১২ বছর বালিকাদের বিবাহ নিষিদ্ধ করেন।**

	2. **১৮৯৩ খ্রি. কাবুলে ডুরান্ড মিশন পাঠানো হয়।**
লর্ড কার্জন	1. **১৯০২ খ্রি. স্যার টমাস** র‍্যালের **নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন** (র‍্যালের কমিশন) গঠন করা **হয়। ১৯০৪ খ্রি. এই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস করা হয়।** 2. পুলিশ কমিশনঃ **অ্যান্ড্রু ফ্রেজারের নেতৃত্বে পুলিশ কমিশন গঠন করা হয়।** 3. **বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদঃ ১৯০৫ খ্রি. বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ ঘোষণা করা হয় এবং ১৯০৫ খ্রি. ১৬ অক্টোবর এটি কার্যকর করার কথা ঘোষিত হয়। ১৯১১ খ্রি. বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ রদ করা হয়।** 4. **এছাড়াও ১৯০১ খ্রি. প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ গঠিত হয়।** 5. ১৯০৪ খ্রি. 'Ancient Monuments Protection Act' পাস করা হয়। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্য ও ঐতিহ্য সংস্কারসাধন ও সংরক্ষণ।
লর্ড মিন্টো-II	1. **১৯০৯ খ্রি. ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট** বা মার্লে-মিন্টো সংস্কার আইন পাস করা হয়।
লর্ড হার্ডিঞ্জ-II	1. **১৯১১ খ্রি. রাজা পঞ্চম জর্জের সম্মানে (রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে) দিল্লি দরবার অনুষ্ঠিত হয়। একই সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয় এবং রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত** হয়। 2. ২৩ ডিসেম্বর, ১৯১১ খ্রি. রাসবিহারী বসু ও বসন্ত বিশ্বাস দিল্লির চাদনি চকে তাঁকে লক্ষ্য করে বোমা ছোড়েন। 3. দেরাদুনে ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট অ্যান্ড কলেজ স্থাপিত হয়।
লর্ড চেমসফোর্ড	1. **১৯১৭ খ্রি. মাইকেল স্যাডলারের নেতৃত্বে স্যাডলার কমিশন** বা **কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন** গঠিত হয়।
লর্ড রিডিং	**১৯২১ খ্রি. কেরলের মালাবারে মোপলা বিদ্রোহ সংঘটিত হয়।**
লর্ড আরউইন	1. **১৯২৭ খ্রি. সাইমন কমিশন গঠিত হয়।** 2. **সারদা আইন (১৯২৯ খ্রি.) পাসের মাধ্যমে অনূর্ধ্ব ১৪ বছরের বালিকা ও অনূর্ধ্ব ১৮ বছরের বালকদের বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়।**
লর্ড উইলিংডন	1. **১৯৩২ খ্রি. ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' নীতি ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার মাধ্যমে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির প্রচেষ্টা লক্ষ করে গান্ধিজি যারবেদা জেলে অনশন শুরু করেন।**
লর্ড লিনলিথগো	1. ১৯৪০ খ্রি. লর্ড লিনলিথগো 'আগস্ট অফার' ঘোষণা করেন। 2. **১৯৪২ খ্রি.-এ ক্রিপস মিশন ভারতে আসে এবং ভারত ছাড়া আন্দোলনের (১৯৪২ খ্রি. ৪ আগস্ট) সূচনা হয়।**
লর্ড ওয়াভেল	1. **১৯৪৫ খ্রি.২৫ জুন ওয়াভেল পরিকল্পনা আলোচনার জন্য সিমলা কনফারেন্স**

	আয়োজিত হয়। 2. ক্যাবিনেট মিশন দিল্লি পৌঁছায় ১৯৪৬ খ্রি. ২৪ মার্চ। 3. ১৯৪৬ খ্রি. ১৮ ফেব্রুয়ারি বোম্বের তলোয়ার জাহাজী নৌবিদ্রোহের সূচনা হয়।
লর্ড মাউন্টব্যাটেন	1. পরাধীন ভারতের শেষ ভাইসরয় এবং স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল। 2. ১৯৪৭ খ্রি. ৩ জুন প্ল্যান বল্কান বা মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুসারে ১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা এবং দেশ বিভাগের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। 3. ১৯৪৭ খ্রি. ১৪ আগস্ট পাকিস্তান ও ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীনতা পায়।
চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারি	চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারি হলেন স্বাধীন ভারতের শেষ গভর্নর জেনারেল এবং প্রথম ভারতীয় গভর্নর জেনারেল।

জাতীয় কংগ্রেসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন

1) **প্রথম সভাপতিঃ** উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
2) **প্রথম মুসলিম সভাপতিঃ** বাদরুদ্দিন তৈয়াবজি।
3) **প্রথম মহিলা সভাপতিঃ** অ্যানি বেসান্ত।
4) **প্রথম ভারতীয় মহিলা সভাপতিঃ** সরোজিনী নাইডু।
5) **প্রথম ইউরোপিয়ান সভাপতিঃ** জর্জ ইউল।
6) **পরাধীন ভারতের শেষ ও স্বাধীন ভারতের প্রথম কংগ্রেস সভাপতিঃ** আচার্য জে বি কৃপালনি।

সাল	স্থান	সভাপতি	বিশেষ তথ্য
1885	বোম্বে (গোকুলদাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজ)	উমেশচন্দ্র বোনার্জি	1. ৭২ জন প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন।
1886	কলকাতা	দাদাভাই নৌরজি	1. কংগ্রেস সাংবিধানিক সংস্কারের প্রস্তাব গ্রহণ করে।
1887	মাদ্রাজ	বদরউদ্দিন তৈয়াবজি	জাতীয় কংগ্রেসর প্রথম মুসলিম সভাপতি।
1888	এলাহবাদ	জর্জ ইউল	জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম ইংরেজ সভাপতি।
1896	কলকাতা	রহিমতুল্লা সাহানি	'বন্দেমাতরমন' প্রথম গাওয়া হয়।
1906	কলকাতা	দাদাভাই নৌরজি	প্রথম 'স্বরাজ'শব্দটি ব্যবিহৃত হয়।
1907	সুরাট	রাসবিহারী ঘোষ	কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ 'নরমপন্থী' ও 'চরমপন্থী' নামক দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়।

1911	কলকাতা	বিষাণ নারায়ণ ধর	**'জনগণমন' গানটি প্রথম গাওয়া হয়।**
1916	লখনউ	অম্বিকাচরণ মজুমদার	**1. কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের মধ্যে বিখ্যাত 'লখনউ চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়।** 2. **দ্বিধাবিভক্ত কংগ্রেস পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হয়।**
1917	কলকাতা	অ্যানি বেসন্ত	**প্রথম মহিলা সভাপতি**
1922	গোয়া	চিত্তরঞ্জন দাশ	**স্বরাজ্য দল গঠন**
1924	বেলগাঁও	মহত্মা গান্ধি	**গান্ধিজি প্রথম ও শেষবারের জন্য সভাপতি হন।**
1929	লাহোর (রাভি নদীর তীরে)	জওহলাল নেহরু	**1. প্রথমবার পূর্ণ স্বরাজের দাবি পেশ করা হয়।** 2. **কংগ্রেস ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।**
1931	করাচি	সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল	**ভারতীয়দের জন্য মৌলিক অধিকাররের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।**
1937	ফৈজপুর	জওহরলাল নেহরু	**1. প্রথম গ্রাম্য অধিবেশন।** 2. প্রথমবার জাতীয় কৃষি নীতি গৃহীত হয়।
1938	হরিপুরা(গুজরাট)	সুভাষচন্দ্র বসু	**সুভাষচন্দ্র বসু প্রথমবার সভাপতি নির্বাচিত হন**
1939	ত্রিপুরী(মধ্যপ্রদেশ)	সুভাষচন্দ্র বসু	গান্ধিজির মনোনীত প্রার্থী পট্টভি সীতারাময়াইয়াকে পরাস্ত করে সুভাষচন্দ্র বসু জয়লাভ করেন। **ফরোয়ার্ড ব্লক দল গঠন করেন**
1946	মিরাট	জে বি কৃপালনি	**স্বাধীনতার সময়ে কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন** ।

ভারতের বিভিন্ন সংবাদপত্র

	সংবাদপত্র	সাল	প্রতিষ্ঠাতা/সম্পাদক	বিশেষ তথ্য
1.	দ্য বেঙ্গল গেজেট বা ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভার্টাইজার	1780 খ্রি.	জেমস অগাস্টাস হিকি	**ভারতের প্রথম সংবাদ পত্র**
2.	দিগদর্শন	1818 খ্রি.	মার্শম্যান	——
3.	সম্বাদ কৌমুদি	1821 খ্রি.	রামমোহন রায়	বাংলা সাপ্তিহিক
4.	মিরাত-উল-আকবর	1822 খ্রি.	রামমোহন রায়	**ফারসি ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র**
5.	বঙ্গদূত	1822 খ্রি.	রামমোহন রায়, দ্বারকনাথ ঠাকুর	——
6.	রাস্ত গেফতার	1851 খ্রি.	দাদাভাই নৌরজি	**প্রথম রাজনৈতিক সংবাদপত্র**
7.	সমাচার দর্পণ	1818 খ্রি.	শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনারি মার্শম্যান	**প্রথম ভারতীয় ভাষায়** ওপ্রথম বাংলা সংবাদপত্র
8.	সোমপ্রকাশ **(ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রকাশিত)**	1858 খ্রি.	দ্বারকনাথ বিদ্যাভূষণ	বাংলার প্রথম রাজনৈতিক পত্রিকা
9.	হিন্দু পেট্রিয়াট	1853 খ্রি.	গিরিশচন্দ্র ঘোষ, পরবর্তীকালে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	ইংরেজি সাপ্তাহিক
10.	ইন্ডিয়ান মিরর (কলকাতা)	1862 খ্রি.	দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পরবর্তীকালে কেশবচন্দ্র সেন	ইংরেজিতে প্রকাশিত ভারতের প্রথম দৈনিক পত্রিকা।
11.	অমৃতবাজার পত্রিকা	1868 খ্রি.	শিশির কুমার ঘোষ	যশোর থেকে প্রকাশিত এই প্রত্রিকাটি প্রথমে বাংলা ভাষায়, পরবর্তীকালে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়।
12.	বঙ্গদর্শন (কলকাতা)	**1873** খ্রি.	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	——

13. দ্য বেঙ্গলি	**1879** খ্রি.	সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি	——
14. মারাঠা	1881, 2 জানুয়ারি	তিলক, চিপলুঙ্কর, আগারকর	ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা
15. কেশরী	1881, 4 জানুয়ারি	বাল গঙ্গাধর তিলক	মারাঠি ভাষায় প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা
16. দ্য স্টেটসম্যান (পূর্বে ইন্ডিয়ান স্টেটসম্যান)	1875 খ্রি.	রবার্ট নাইট	——
17. দ্য হিন্দু	1878 খ্রি.	বীর রাঘোবাচার্য এবং জি এস আইয়ার	মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত হয়।
18. সঞ্জীবনী	1883 খ্রি.	কৃষ্ণকুমার মিত্র	——
19. সুলভ সমাচার	——	কেশবচন্দ্র সেন	——
20. যুগান্তর (বাংলা)	1906 খ্রি.	বারীন ঘোষ ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত	——
21. সন্ধ্যা (বাংলা)	1906 খ্রি.	ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়	——
22. আল-হিলাল	1912 খ্রি.	আবুল কালাম আজাদ	——
23. নিউ ইন্ডিয়া	——	অ্যানি বেসান্ত	——
24. কমনওয়েলথ	1915 খ্রি.	অ্যানি বেসান্ত	——
25. ইয়ং ইন্ডিয়া	1916 খ্রি.	গান্ধিজি ও ইন্দুলাল য়াগ্নিক	——
26. ইন্ডিয়ান সোশিওলজিস্ট	1906 খ্রি.	শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা	লন্ডন
27. বন্দেমাতরম	——	ভিকাজি রুস্তমজী কামা (বিদেশে) অরবিন্দ ঘোষ (দেশে)	——
28. তলোয়ার (বার্লিন)	——	বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	——

সুলতানি যুগে রচিত উল্লেখযোগ্য সাহিত্য

চাচনামা (আরবি ভাষায় রচিত)	ফারসি অনুবাদক আবুবকর কুফি
তারিখ-ই-হিন্দ	অলবিরুনি
তুঘলকনামা, মিফতাহ-উল-ফুতুহ,	আমির খসরু

কিতাব-উল-রাহেলা	ইবন বতুতা (আফ্রিকার মরক্কোনিবাসী পর্যটক)
তাবাকাৎ-ই-নাসিরি (ফরাসি ভাষায় রচিত)	মিনহাজ-উস-সিরাজ
তারিখ-ই-ফিরোজশাহী	জিয়াউদ্দিন বরনি
ফতোয়া-ই-জাহানদারী	জিয়াউদ্দিন বরনি
তারিখ-ই-ফিরোজশাহী	সামস-ই-সিরাজ আফিক
ফুতুহাত-ই-ফিরোজশাহী	ফিরোজ শাহ তুঘলক
তারিখ-ই-মুবাকরশাহী	ইয়াহিয়া বিন আহমেদ সিরহিন্দ
কিতাব-উল-রাহেলা	ইবন বতুতা (আফ্রিকার মরক্কোনিবাসী পর্যটক)

মুঘল আমলের সাহিত্য-কীর্তি

লেখকের নাম	গ্রন্থের নাম		লেখকের নাম	গ্রন্থের নাম
নিজামউদ্দিন আহমেদ	তাবাকত-ই-আকবরি		জাহাঙ্গির	তুজুক-ই-জাহাঙ্গির
সুরদাস	সুরসাগর		আবদুল-মাহিদ-লাহেরি	পাদশাহনামা
কৃষ্ণদাস কবিরাজ	চৈতন্য চরিতামৃত		মির্জা মহম্মদ কাজিম	আলমগীরনামা
কাশীরাম দাস	মহাভারত		বদাউনি	মুন্তাখাব-উল-তওয়ারিখ
কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী	চণ্ডীমঙ্গল		মোল্লা মহম্মদ কাশিম	তারিখ-ই-ফেরিস্তা
বাবর	তুজুক-ই-বাবরি, মসনভি		তুলসীদাস	রামচরিতমানস
গুলবদন বেগম (হুমায়ুনের বোন)	হুমায়ুননামা		ফৈজি	‘মনসবি নালা-ই-দমন’, ‘সাওতাল-উল-ইলম’ (ফারসি ভাষায় রচিত)
আবুল ফজল	আইন-ই-আকবরি বা আকবরনামা		মুতাবিদ খাঁ	ইকবালনামা (ফারসি ভাষায় রচিত ও তিন খন্ডে বিভক্ত)
ইনায়ৎ খাঁ	শাহজাহাননামা (ফারসি ভাষায় রচিত)		দারাশুকো	অথর্ব বেদ, উপনিষদ ও গীতার অনুবাদ (ফারসি ভাষায় রচিত)

মুঘল আমলের স্থাপিত্য-কীর্তি

প্রতিষ্ঠিত	স্থাপত্য-কীর্তি
শেরশাহ	পুরানা কিল্লা (দিল্লি), কিল-ই-কুহান (দিল্লি), শেরশাহের সমাধি মন্দির (সাসারাম), রোটাদ দুর্গ।
বাবর	কাবুলিবাগ মসজিদ (পানিপথ), জাম্মা মসজিদ (সম্বল)।
হুমায়ুন	ফতেহাবাদের মসজিদ, দিন-ই-পনাহ প্রাসাদ।
আকবর	আগ্রা, লাহোর ও এলাহাবাদের দুর্গ, আকবরিমহল ও জাহাঙ্গিরি মহল (অট্টালিকা), হুমানুয়ের সমাধিভবন, জামা-ই-মসজিদ, বুলন্দ-দরওয়াজা, বীরবলের প্রাসাদ, পঞ্চমহল, যধাবাই মহল।
জাহাঙ্গির	ইতিমাদ-উদদৌলার সমাধিসৌধ, সালিমার বাগ উদ্যান।
শাহজাহান	তাজমহল, দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস, মোতি মসজিদ, জামি মসজিদ, শিশমহল, রংমহল।
ঔরঙ্গজেব	বাদশাহী মসজিদ (লাহোর)।

পাশ্চাত্য শিক্ষা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সংবাদমাধ্যম

স্কুল-কলেজ-প্রতিষ্ঠিত	সাল	প্রতিষ্ঠাতা
1. কলকাতা মাদ্রাসা	1781	ওয়ারেন হেস্টিংস
2. বেনারস সংস্কৃত কলেজ	1791	জোনাথন ডানকান
3. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ	1800	লর্ড ওয়েলেসলি
4. হিন্দু কলেজ (1855 খ্রি. প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত হয়)	1817	ডেভিড হেয়ার
5. পটলভাঙা অ্যাকাডেমি (বর্তমানে হেয়ার স্কুল)	1817	ডেভিড হেয়ার
6. কলকাতা কলেজ	1817	রাজা রামমোহন রায়
7. কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি	1817	ডেভিড হেয়ার
8. শ্রীরামপুর কলেজ	1818	উইলিয়াম কেরি
9. বিশপ কলেজ (শিবপুর)	1820	মিশনারি
10. অ্যাংলো হিন্দু স্কুল (কলকাতা)	1822	রামমোহন রায়
11. জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিটিউশন (বর্তমানে স্কুটিশ চার্চ কলেজ)	1830	আলেকজান্ডার ডাফ
12. কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ	1835	উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক
13. খ্রিস্টান কলেজ (মাদ্রাজ)	1837	মিশনারি জন অ্যান্ডারসন

14. বেথুন স্কুল (কলকাতা)	1849	জে ই ডি বেথুন
15. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	1857	——
16. সায়েন্টিফিক সোসাইটি	1864	সৈয়দ আহমেদ
17. মহামেডাম অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ (আলিগড়)	1875	সৈয়দ আহমেদ
18. ডেকান এডুকেশন সোসাইটি	1880	মহাদেব গোবিন্দ রানাডে
19. পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়	1882	——
20. দয়ানন্দ অ্যাংলো-বৈদিক কলেজ (লাহোর)	1886	লালা হংসরাজ
21. এহালাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়	1887	জে ই ডি বেথুন
22. গুরুকুল আশ্রম (হরিদ্বার)	1902	স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ লেখ বা লিপি

লিপি বা প্রশস্তির নাম	রচয়িতা ও পরিচিতি	বিষয়/কার সম্বন্ধে
এলাহাবাদ প্রশস্তি (সংস্কৃতে লেখা)	হরিষেণ (সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি)	সমুদ্রগুপ্তের কৃতিত্ব
নাসিক প্রশস্তি	গৌতম বলশ্রী (গৌতমীপুত্র সাতকর্নির মা)	গৌতমীপুত্র সাতকর্নির রাজ্যজয় ও সমাজসংস্কার
জুনাগড় শিলালিপি/প্রশস্তি	শকরাজ রুদ্রদামন	শকদের মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনের রাজ্যজয় ও জনকল্যাণমূলক কাজ
আইহোল প্রশস্তি	রবিকীর্তি (দ্বিতীয় পুলকেশীর) সভাকবি	বাতাপির চালুক্য বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট দ্বিতীয় পুলকেশীর কৃতিত্ব
দেওপাড়া প্রশস্তি	উমাপতি ধর	রাজা বিজয়সেনের কৃতিত্ব
হাতিগুম্ফা লেক		কলিঙ্গরাজ খারবেলের কৃতিত্ব
কলিঙ্গ লিপি		অশোক
খালিমপুর লিপি (তাম্রশাসন)		ধর্মপাল
মান্দাসোর লিপি	যশোধর্মন (মান্দাসোরের রাজা)	যশোধর্মন

পাল ও সেন শাসনে বাংলা

লেখক	গ্রন্থ
শ্রীধর ভট্ট	ন্যায়কন্দলী
সন্ধ্যাকর নন্দী (পিতা –প্রজাপতি নন্দী)	রামচরিত
ক্ষেমীশ্বর	চন্ডকৌশিক
চক্রপানি দত্ত	আয়ুর্বেদ –দীপিকা, ভানুমতী, চিকিৎসা –সংগ্রহ, শব্দ –চন্দ্রিকা ও দ্রব্যগুণসংগ্রহ
বল্লাল সেন	দানসাগর, অদ্ভুতসাগর (লক্ষ্ণণ সেন সমাপ্ত করেন), আচারসাগর, প্রতিষ্ঠাসাগর
হলায়ুধ (লক্ষ্ণণসেনের সভাসদ)	ব্রাহ্মণসর্বস্ব, মীমাংসাসর্বস্ব, শৈবসর্বস্ব, পন্ডিতসর্বস্ব, ছান্দোগ্য –মন্ত্র –ভাষ্য
জীমূতবাহন	দায়ভাগ
অতীশ দিপঙ্কর শ্রীজ্ঞান	বজ্রযানসাধন, বোধিপথ প্রদীপ, পিন্ডার্থ প্রদীপ, প্রজ্ঞাপারমিতা, কঞ্জুর
অনিরুদ্ধ	হারলতা, প্রিয়দয়িতা
বিদ্যাকর	সুভাষিত রত্নকোশ (সংকলিত গ্রন্থ)
মিনহাজ উস সিরাজ	তাবাকৎ -ই –নাসিরি
ধোয়ি	পবণদূত
উমাপতি ধর	চন্দ্রচূড়চরিত
গোবর্ধন	আর্যসপ্তশতী
জয়দেব	গীতাগোবিন্দ
আনন্দভট্ট	বল্লাল চরিত্র
জিনসেন	আদিপুরাণ (সংস্কৃত), পার্শ্বঅভ্যুদয়
আমোঘবর্ষ	রত্নমালিকা, কবিরাজমার্গ

প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠাতা

প্রতিষ্ঠানের নাম এবং সাল	প্রতিষ্ঠাতা
আত্মীয় সমাজ – (১৮১৫)	রামমোহন রায়
ব্রাহ্ম সমাজ- (১৮২৮)	রামমোহন রায়
ধর্ম সভা- (১৮২৯)	রাধাকান্ত দেব
তত্ত্ববোধনী সভা- (১৮৩৯)	দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
ভারতের ব্রাহ্ম সমাজ- (১৮৬৬)	কেশব চন্দ্র সেন
প্রার্থনা সমাজ-(১৮৬৭)	ডঃ আত্মারাম পান্ডুরঙ্গ
আর্য সমাজ- (১৮৭৫)	স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী
থিওজফিক্যাল সোসাইটি- (১৮৭৫)	ম্যাডম এইচ. পি. ব্ল্যাভাটাস্কি এবং কোল. এইচ. এস ওলকট
মহম্মদন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- (১৮৮৬)	স্যার সৈয়দ আহমেদ খান
দেব সমাজ-(১৮৮৭)	শিব নারায়ণ অগ্নিহোত্রী
রামকৃষ্ণ- (১৮৯৭)	স্বামী বিবেকানন্দ
ভারতীয় সারভেন্ট সোসাইটি-(১৯০৫)	গোপাল কৃষ্ণ গোখলে
পুনা সেবাসদন- (১৯০৯)	রমাবাঈ রানাডে এবং জি কে দেবাধর

ABOUT OUR COURSES

WBCS PRELIMS-MAINS ADVANCE COURSE:

Course Description:

- WBCS Prelims-Mains Advance Course is an online program that includes all the subjects in the Prelims and compulsory papers in the Mains (OPTIONAL NOT INCLUDED).
- WBCS Prelims-Mains Advance Course duration is 6 months. And after the completion of the course, it is upgradable at Rs. 1000 per month.
- Classes will be live and fully interactive in an Audio-Visual format, where students will be able to interact with the course moderator and teacher.
- Study material will be sent through the courier (Hard Copy).
- Sets of Online Mock Test for Prelims and Mains.

Course Fees: 20000 (EMI Available: 10000+5000+5000)

WBCS PRELIMS-MAINS FOUNDATION COURSE:

Course Description:

- WBCS Prelims-Mains Foundation Course is an online program that includes all the subjects in the Prelims and compulsory papers in the Mains (OPTIONAL NOT INCLUDED).
- WBCS Prelims-Mains Foundation Course duration is 12 months. And after the completion of the course, it is upgradable at Rs. 500 per month.
- Classes will be live and fully interactive in an Audio-Visual format, where students will be able to interact with the course moderator and teacher.
- Study material will be sent through the courier (Hard Copy).
- Sets of Online Mock Test for Prelims and Mains.

Course Fees: 35000 (EMI Available: 10000+5000+5000+5000+5000+5000)

WBCS PRELIMS-MAINS PREMIUM COURSE:

Course Description:

- WBCS Prelims-Mains Premium Course is an online program that includes all the subjects in the Prelims and compulsory papers in the Mains (OPTIONAL NOT INCLUDED).
- WBCS Prelims-Mains Premium Course duration is 12 months. And support will be provided till success.
- Classes will be live and fully interactive in an Audio-Visual format, where students will be able to interact with the course moderator and teacher.
- Study material will be sent through the courier (Hard Copy).
- Sets of Online Mock Test for Prelims and Mains.

Course Fees: 52000 (EMI Available: 20000+5000+5000+5000+5000+5000+5000+2000)

WBCS PRELIMS-MAINS POSTAL COURSE:

Course Description:

- WBCS Prelims-Mains Postal Course is a distance mode program that includes all the subjects in the Prelims and compulsory papers in the Mains (OPTIONAL NOT INCLUDED).
- WBCS Prelims-Mains Postal Course duration is 1 month.
- Study material will be sent through the courier (Hard Copy).
- Sets of Online Mock Test for Prelims and Mains.

Course Fees: 15000 (EMI Available: 10000+5000)

Zero-Sum e-Library:

- Study material on five topics of five subjects in a PDF format per month.
- Five mock test per month.

Fees: 50/ month

Copy protected with Online-PDF-No-Copy.com